

গুরু রামদাস

(ছেলেদের নাটক)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

কলিকাতা

১৩৩৬ সন

মূল্য—আট আনা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৮ নং ঝামাপুকুর লেন্,
কলিকাতা।

ছেলেদের নাটক

কর্ণ

প্রত্যেক পংক্তি ভাব ও ভাষার
সৌন্দর্য্যে ঝল্ মল্।

মূল্য—৷৷০

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১৪নং জগন্নাথ দত্তের লেন কলিকাতা

স্নেহের বনওয়ারিলাল,

ভাইটি আমার, কবে তুই চলে গেছিস্! হঠাৎ একটা দুঃখের দিনে তোর টুক্‌টুকে মু'খানি মনে পড়ে গেল। তাই তোর স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ কর্লে'ম। ইতি—

তোর দাদা

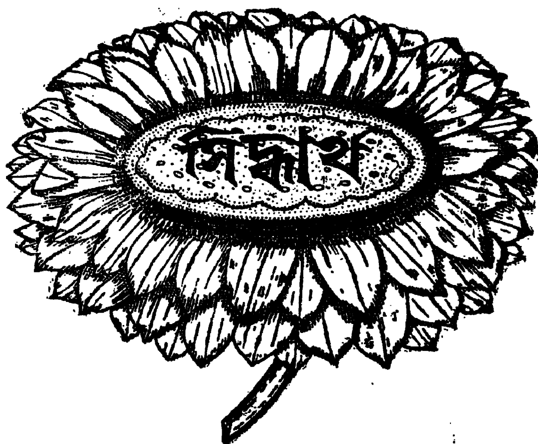
পরিচয় :—

গুরু রামদাস, তুকারাম, শিবাজী, আওরঙ্গজেব,

মৌলনা আহাম্মদ	...	...	কল্যাণপুরের সুলতান
জয়সিংহ	...	...	জয়পুরাধিপতি (আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি)
সাহজি	...	...	শিবাজীর পিতা
রামহিংহ	...	...	জয়সিংহের পুত্র
গঙ্গাধর	...	...	রামদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা
তানজি, আবাজি	...	...	শিবাজীর সেনাপতি
রঘুজি	...	...	মাওলী সর্দ্দার
মুন্না	...	...	ঐ পুত্র
ইয়াকুৎ	...	...	ফকির (আওরঙ্গজেবের সভাসদ্)
সেক মহম্মদ	...	...	উদার ধর্ম্মপ্রাণ জনৈক মুসলমান
কল্যাণ, দত্তু, উদ্ভব	...	...	রামদাসের শিষ্যগণ
মতিলাল ও জহরলাল	...	...	গ্রামবাসী
রহিম	...	...	ভৃত্য

ব্রাহ্মণগণ, মাওলী সৈন্যগণ, মারাঠাগণ, বিশ্বনাথের সেবকগণ, প্রহরিগণ, অনুচরগণ ইত্যাদি।

ছেলেদের নাটক



শুভ শতদলের মত সুন্দর, সুরভি, পেলব পবিত্র

মূল্য—৷৷০



প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গোদাবরী তীর। কাল—উষা।

রামদাস স্বামী।

রাম। হে পদ্মপলাশলোচন নারায়ণ! হে ত্রেতাযুগের পুরুষপ্রধান! হে ভক্তবৎসল! আমায় দয়া কর দয়াময়! আর যে পারি না প্রভু!—এই শীর্ণ শরীরে আর শক্তি নেই, এই শঙ্কিত হৃদয়ে আর সাহস নেই; দেখা দাও দেব!—কত রৌদ্রতপ্ত রুদ্র বৈশাখের স্তব্ধ মধ্যাহ্নে জলন্ত আকাশ পানে

গুরু রামদাস

তোমার সন্ধানে চেয়ে রয়েছি, কত শীতার্ত্তা যামিনীর নীরবতা ভঙ্গ করে হিমানীর মধ্য দিয়ে তোমায় ডেকে ডেকে ফিরেছি, অনাবৃত আকাশতলে বাদল-আকুল কত আষাঢ় রাত্রির অত্যাচার তোমার ধ্যানে মাথা পেতে নিয়েছি; তবু ত দেখা দাও না দেব! এই গোদাবরী, এই পঞ্চবটী ছেড়ে আমার মন ত কোথাও যেতে চায় না প্রভু!—গোদাবরীর প্রতি সলিলকণায়, এই পঞ্চবটীর প্রতি ফুল পল্লবে তোমার করুণ আঁখির জল যে মিশে আছে! নৈশ বায়ু হিল্লোলে গোদাবরী যখন উচ্ছ্বাসিত বক্ষে কল্ কল্ করে ওঠে, আমার মনে হয় তোমার সে বিরহবিধুর হৃদয়ের একটা গভীর হাহাকার ঐ কল্লোলের সঙ্গে শ্বসিয়ে উঠ্‌ছে। শরতের অরুণচর্চ্চিত, নবোদ্ভিন্ন স্থল-পদ্ম মধ্যে যখন শিশিরবিন্দু টল্ টল্ করে ওঠে, তোমার অশ্রুসজল ইন্দিবর আঁখি দু'টি মনে পড়ে যায়! দেখা দাও, দেখা দাও হে নবদূর্ব্বাদল শ্যামলসুন্দর! আমি স্ত্রী চাই না, পুত্র চাই না, এই মোহন ভুবন চাই না। হে কমল আঁখি। তুমি শুধু দু'টি আঁখি তুলে আমার পানে চাও।

[ধ্যানাসনে উপবেশন]

রাম। ওঁ রাম ওঁ রাম, ওঁ রাম। আমার অভীষ্ট পূর্ণ কর নারায়ণ।

নেপথ্যে—তোমার অভীষ্ট কি ?

রাম। এই ভারতবর্ষে ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপন।

নেপথ্যে—শুধু কি দেবতার আশীর্ব্বাদে তা' হবে বৎস ?

রাম। কি চাই প্রভু ?

নেপথ্যে—সংযম, নিষ্ঠা, এক প্রাণতা, আত্মত্যাগ।

রাম। সব দেব প্রভু !

নেপথ্যে—তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

রাম। এতদিন—এতদিন পরে দয়া হল নারায়ণ? হে আমার তপস্যার ফল! হে আমার সাধনার সিদ্ধি! যদি এতদিন পরে দেখা দিলে দেব! একবার আমার সম্মুখে তোমার সে নবদুর্ব্বাদল শ্যাম রূপ নিয়ে দাঁড়াও; আমি নয়ন ভরে একবার তোমায় দেখি! [চোখ মেলিয়া] একি! কোথায় গেলে দয়াময়? এই দীন অভাজনকে চকিতে দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে লীলাময়? আমি আবার নয়ন দু'টি নিমীলিত কচ্ছি, আমার মুদিত আঁখির সম্মুখে আবার তেমনি করে দাঁড়াও প্রিয়তম! [নয়ন নিমীলিত করিয়া]

ওঁ শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর রাম।
কালাত্মক পরমেশ্বর রাম।
ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

গঙ্গাধর।

গঙ্গা। ফিরে এস, ফিরে এস ভাই! ফিরে এস স্নেহের দুলাল! না,—সে আসবে না,—শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এল। স্নেহাতুরা মা আমাদের কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়েছে, সমস্ত পৌরজন তোমার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে সারা হচ্ছে; ফিরে এস, ফিরে এস ভাই! বিবাহ উৎসবের আনন্দ আলয় হতে তুমি কোন অলক্ষ্য পুরুষের সাবধান বাণী শুনে পালিয়ে গেছ; সে আজ কত দীর্ঘ কাল গত হল! শ্রান্ত প্রাণে, ক্লান্ত কলবরে তোমার অন্বেষণে কতদিন নগর কান্তারে ছুটো ছুটি কচ্ছি! ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম! ফিরে এস ভাই!

[তুকারামের প্রবেশ]

তুকারাম। কা'কে ফিরাতে চাইছ গঙ্গাধর?

গঙ্গা। কত দিন হল, ভাইটী আমাদিগকে ছেড়ে গেছে; তার অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি;—যদি তা'কে ফিরাতে পারি!

তুকারাম। যাঁর প্রাণে মহানের আকুল আহ্বান এসে পৌঁছে, সংসারের ক্ষুদ্র গৃহকোণে তা'কে কেমনে ফিরাবে?

গঙ্গা। মায়ের চোখের জলে যে ধরণী সিক্ত হয়ে যাচ্ছে!

তুকারাম। মায়ের চোখের জলে যদি ধরণী সিক্ত না হয় ধরণীর সরসতা আস্‌বে কোথা হতে? মাতৃস্নেহ স্বর্গের অমৃতধারা,—এই কঠোর পৃথিবীকে স্নিগ্ধ কর্ত্তে স্বর্গ হতে নেমে এসেছে।

গঙ্গা। এই স্বর্গীয় সম্পদকে যে সে দলিত করে গেল!

তুকারাম। এত দলিয়ে যাওয়া নয় গঙ্গাধর!—এযে গলিয়ে দেওয়া। তোমার মায়ের বক্ষের জমাট স্নেহটুকু আজ সে গলিয়ে দেছে।—রাম শোক-বিধুরা-জননী-বক্ষের গলিত স্নেহধারায় একদিন এম্‌নি করে অযোধ্যার শোকসন্তপ্ত প্রাণকে স্নিগ্ধ করে দিয়েছিল।

গঙ্গা। মা'কে যে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পাচ্ছি না।

তুকারাম। তোমার মা কি মহাত্মা একনাথ স্বামীর ভবিষ্যত বাণী ভুলে গেছেন? যাও গঙ্গাধর, তোমার মাকে বল,—তিনি যে মহাপুরুষের জননী। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রধান একনাথ স্বামীর বাণী বিফল হতে পারে না,—তিনি যে তোমার ভাইয়ের মধ্যে মহাপুরুষের সত্ত্বা দেখে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। যাঁর প্রাণ মহান অনন্তের পানে ছুটে চলেছে, তাঁকে সংসারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কেমন করে টেনে আন্‌বে?

গঙ্গা। তবে কি তাকে আর ফিরে পাব না?—মার আকুল বক্ষ মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে সে কি আর ফিরে আস্‌বে না?

তুকারাম। আস্‌বে বৈকি।—মার বুকে ফিরে আস্‌বে না? কিন্তু সে দিন এমন পুত্রের জননী বলে তোমার মায়ের বক্ষখানি আনন্দে, গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠবে।

গঙ্গা। রামদাস এখন কোথায় সে সন্ধান আপনি কিছু জানেন কি?

তুকারাম। জানি বৈকি!—ঐ নীল আকাশে ঐ যে উজ্জ্বল তপনদেব জ্বল্, জ্বল্ কচ্ছেন, ওঁর সন্ধানের জন্য কি কা'রো কষ্ট পেতে হয়? তুমি যাও গঙ্গাধর, তোমার মাকে সান্তনা দাওগে। রামদাস তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে এখন ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর জন্যে চিন্তা কর্ত্তে বারণ করগে। যিনি ভক্তবৎসল ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছেন তাঁর জন্য চিন্তা কেন? [করজোড়ে] এই অভাজনকে কৃপা কর ভগবান! ত্বমেকং শরণ্যং, ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বারাণসী। ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির সম্মুখস্থ পথ।

কাল—প্রভাত

৺বিশ্বেশ্বরের সেবকগণ কলসীপূর্ণ গঙ্গা-জল মস্তকে লইয়া মন্দিরাভিমুখে যাইতেছিল—

সেবকগণ। জয় শঙ্কর, জয় বিশ্বেশ্বর, হর, হর, বম্ বম্

[দুইজন রামায়েৎ সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

রামায়েৎগণ। জয় রাম, জয় রাম, রাম রাম হরে হরে—

প্রঃ সেবক। সরে যা', সরে যা', মাথায় আমাদের গঙ্গা-জল ; ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে !

প্রঃ রামা। আমরা ছুঁলে কি গঙ্গা-জল অপবিত্র হবে ?

দ্বিঃ সেবক। হ'বে না ? তোরা হ'লি হীন রামায়েৎ, আমরা হ'লেম পবিত্র শৈব ; তা'তে আবার শিব পূজার গঙ্গা-জল মাথায়, তোরা কি আমাদের ছুঁয়ে অশুচি করে'দিবি ?

দ্বিঃ রামা। আরে তোদের শিবঠাকুরেরইত কোন আচার নেই,—শ্মশান চারী, অস্থিমালা ধারী ;—তোদের আবার শুচি, অশুচি বিচার ?

প্রঃ সেবক। আরে, মুখ সাম্‌লে কথা কস্‌রে। কাশীধামে মর্ত্তে এসেছিস্‌ শ্মশানকে আবার অশুচি বলিস্‌ ? শ্মশান-চুল্লিতে ঘুমোবার দিনের বড় বাকি নাইরে তোর !

দ্বিঃ রামা। আমার যেন বাকি নেই, তুই বুঝি তোর বিশ্বেশ্বর ঠাকুরের কাছ থেকে অমর বর পেয়েছিস্‌ ?

প্রঃ সেবক। তা' আর পাইনি ! আমরা বেঁচেও শিব, মলেও শিব।

প্রঃ রামা। কি শিব শিব কচ্ছিস্‌ ? তোদের শিবত অশিবে

ভরা ;—কণ্ঠে গরল, কপালে অনল, বাঘ ছাল ; হাড়-মাল এইত সম্বল !

দ্বিঃ সেবক। আরে হতভাগারা, বাবা বিশ্বনাথের আনন্দ-পূরীতে এসে আবার তাঁকে নিন্দা কচ্ছিস্? মরণেও যে গতি হবে না! তো'দের রামরঘুপতির কেমন মতি সব আমাদের জানা আছে,—শূদ্রক বেটা বনের মাঝে তপস্যা কচ্ছিল বিনা বিচারে তার গলাটা কেটে নিলে; অপরাধ তার,—দৈবাধীন সে শূদ্রবংশে জন্মেছে। বাবা বিশ্বনাথের কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ ভেদ নাই,—দেবাদিদেব মহাদেব ভোলানাথ হীন শ্মশান চণ্ডালকেও কোল দিতে শঙ্কা করেন না।

দ্বিঃ রামা। অত বকিস্‌নারে, বকিস্ না। রাম রঘুপতি কেন যে শূদ্রককে সংহার করেছিল, কেন সে অনধিকারীকে এমন প্রাণান্তকর শাস্তি দিয়েছিল, সে রাজনীতি ভিখারী ভাঙ্গর কিংবা তার সেবকগণ বুঝ্‌তে পার্ব্বে না।

প্রঃ সেবক। হতভাগাদের সাহস ত কম নয়! বেটারা বাবার পুরীতে এসে, বাবার মন্দির সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাবাকেই নিন্দা কচ্ছে, আর আমরা দাঁড়িয়ে তা' শুন্‌ছি!

দ্বিঃ সেবক। মার' বেটাদের। হাড় গুড়ো করে দাও, কাল ভৈরবের কুকুর লেলিয়ে দাও। মার—মার—মার—

রামাগণ। মার—মার—

[উভয় দলের ঝগড়া, কোলাহল ও লাঠালাঠী]

[রামদাসের প্রবেশ]

রাম। জয় বিশ্বেশ্বর, জয় বিশ্বেশ্বর, জয় বাবা বিশ্বনাথ। এ কি! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ—

প্রঃ সেবক। আরে ভাই শঙ্করলাল, আর এক বেটা ভণ্ড এসেছেরে,—রামায়েতের বেশ, মুখে কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ—

দ্বিঃ সেবক। মার বেটাকে। সব রামায়েৎকে বারাণসী হতে বের্ করে দাও।

রাম। জয় বিশ্বনাথ! বাবা, একি লীলা তোমার?

প্রঃ সেবক। বাবা বিশ্বনাথের লীলা আর দেখতে হবে না এখনি তোর ভবের লীলা ঘুচিয়ে দিচ্ছি—[প্রহার করিতে উদ্যত]

দ্বিঃ সেবক। সংহার কর না, সংহার কর না। কাশীতে মারা গেলে বেটা শিব হয়ে যাবে যে!

রাম। তোমরা ধর্ম্ম নিয়ে একি কলহ কচ্ছ? এতদিন বিশ্বনাথের সেবা করেও কি বিশ্বপ্রেম আয়ত্ত কর্ত্তে পার্লে না? কে শিব? কে রাম? এক অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বিভিন্ন রূপের প্রকট নয় কি? আমি ত বিশ্বনাথের পাষাণ মূর্ত্তির মাঝে অনাদি অনন্ত পুরুষের যে সত্বা দেখেছি, পুরীধামে জগন্নাথ দেবের দারু মূর্ত্তির মাঝেও সে একই সত্বা দেখে এসেছি। রামচন্দ্রজির মূর্ত্তি যেমন আমার হৃদয়ের

পরতে পরতে আঁকা, এই বিশ্বনাথ দেবের বিরাট মূর্ত্তিও আমার ক্ষুদ্র হৃদয় সিংহাসনে শান্ত, সংযত হয়ে বসে আছেন। আমি সেই মহান পুরুষকে কভু রাম রূপে হেরি, কভু বিশ্বনাথ রূপে জড়িয়ে ধরি—

প্রঃ সেবক। তুমি কি বলছ? বিশ্বনাথ তোমার হৃদয় সিংহাসনে বসে আছেন?

রাম। আছেন বৈ কি!

প্রঃ সেবক। কিন্তু আমরা মন্দিরে যেয়ে যদি তাঁকে দেখতে পাই; মিথ্যা কথা বলবার জন্য তোমায় এমন মজা দেখাব যে চোখের সুমুখে শুধু সর্ষে ফুল দেখ্তে পাবে। যাও ত ভাই শঙ্করলাল, মন্দির মধ্যে বিশ্বনাথজির মূর্ত্তি আছে কিনা একবার দেখে এসত!

দ্বিঃ সেবক। আমি এখনই দেখে আস্ছি, তুমি একে ছেড়ে দিও না।

[প্রস্থান]

রাম। ভগবান! ভগবান! তোমায় নিয়ে মানুষ একি খেলা খেল্ছে? হে দেবতা! আজ ভারতের বড় দুর্দ্দিন,— ভাই ভাইকে বিশ্বাস করে না; প্রতিবাসীর ঐশ্বর্য্য প্রতিবাসীর চোখে হিংসার বহ্নি উজ্জ্বল করে তোলে; হিন্দু হিন্দুকে লাঞ্ছিত কচ্ছে, দেবধর্ম্ম বিরোধী বিধর্ম্মীগণ তা'দের নিষ্ঠুর

আঘাতে ভারতের কীর্ত্তি, যশঃ, গৌরব সকলকে ধূলার মাঝে লুটিয়ে দিচ্ছে! জানি,—তুমি হে পরম পুরুষ! যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি সম্ভব হয়, যেখানে পাপ প্রবল হয়ে ওঠে সে'খানে তোমার ঐশী-শক্তি প্রবুদ্ধ করে তোল; আজ দেশ পাপে ভরে উঠেছে; ওঠ দেবতা, জাগ্রত হও, অমঙ্গলকে বিনাশ কর্ব্বার জন্য আজ তোমার অকাল বোধনের প্রয়োজন হয়েছে! এস দেব! আবার পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করে এই ভারত-বক্ষে এসে দাঁড়াও।—

[দ্বিতীয় সেবকের প্রবেশ]

দ্বিঃ সেবক। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! বিশ্বনাথের মূর্ত্তি মন্দিরে নেই—

সেবকগণ। সে কি? সে কি?

দ্বিঃ সেবক। সত্য, সত্য। মন্দির শূণ্য, রজতপীঠ শূণ্য, সব শূণ্য—

রাম। যিনি শূণ্যের প্রতি অণুপরমাণুতে মিশে আছেন; হা-রে মোহান্ধজীব, তাঁর মন্দির শূণ্য দেখ্ছ?

প্রঃ সেবক। সাধু! তুমি কোন মহাজন বিশ্বেশ্বরের সিংহাসন টলালে?

রাম। আমি দীন অভাজন; আমার কি সাধ্য যে ভগবানের আসন টলাই? নয়নের সম্মুখ হতে মায়ার যবনিকা সরিয়ে

দাও, বিশ্বেশ্বরকে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত দেখতে পাবে। বল—জয় শিব রাম, জয় শিব রাম!

সকলে। জয় শিব রাম, জয় শিব রাম।

রাম। পূজার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়; চল বিশ্বনাথের মন্দিরে যাই। জয় বিশ্বনাথ, জয় বিশ্বনাথ।

প্রঃ সেবক। মন্দিরে বিশ্বনাথকে দেখতে পা'ব কি?

রাম। পা'ব বইকি! চিন্ময় যখন পাষাণময় হয়েছেন, যাবেন কোথায়? যদি দেখা না পাই, যদি সে অরূপ রতন আপনাকে গোপন করে রাখেন; এমন ডাকা ডাকব যার গভীর গম্ভীর ধ্বনিতে এই বারাণসীর পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে যাবে, নীলিমা লিপ্ত ঐ অনন্ত আকাশ অসহ্য আবেগে কেঁপে উঠবে; কল কল নাদিনী তটপ্লাবিনী পুণ্য সলিলা জাহ্নবীর কল কল্লোল স্তব্ধ হয়ে যাবে! জয় বিশ্বনাথ, জয় বিশ্বনাথ।

সকলে। জয় বিশ্বনাথ, জয় বিশ্বনাথ।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—সহ্যাদ্রির সন্নিহিত উপত্যকা।

কাল—প্রভাত।

শিবাজী ও তানাজি।

তানাজি। রজনীর অন্ধকার অপসারি' ঐ দেখ সখা, নবোদিত

ভাস্কর তার অপূর্ব্ব কিরণমালায় সহ্যাদ্রির সমস্ত শীর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেছে! কি সুন্দর এই সূর্য্যোদয়!

শিবাজী। কিন্তু ভারতের যে গৌরব-ভাস্কর অস্ত গেছে, ভারতের এই গাঢ় অন্ধকারকে লুপ্ত করে ভারতের ভাগ্য-গগনে তা' বুঝি আর কখনো উদিত হবে না। কি দুঃখ তানাজি!

তানাজি। তোমার নয়নে, তোমার মুখের উপর আমি কিন্তু আশার আলোক বিকাশ দেখতে পাচ্ছি।

শিবাজী। দেখছ, সে আলেয়ার আলো।

তানাজি। একি কখনো সম্ভব হতে পারে না সখা?

শিবাজী। কি সম্ভব?

তানাজি। এই বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন হিন্দুগণকে এক মহান উদ্দেশ্যে একটা জাতি গড়ে তোলা?

শিবাজী। সে একটা সুন্দর স্বপ্ন বটে।

তানাজি। সত্য কি সখা, এই চিন্তা একটা স্বপ্নের খেয়াল মাত্র?

শিবাজী। সত্য বৈকি! যে'খানে এক জাতি অপর জাতিকে ঘৃণিত কুক্কুরের ও অধম জ্ঞান করে, সেখানে একটা জাতি গঠন করার কল্পনা স্বপ্নের খেয়ালইত বটে।—এখনো দেখছি আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ শুধু জন্মজাত অধিকারের উপর নির্ভর করে শান্ত, শিক্ষিত, শৌর্য্যবান শূদ্র নামে খ্যাত জাতিটাকে

দলিত কর্ত্তে দ্বিধা করে না। এখনো দেখছি এই শূদ্রগণ চণ্ডালকে ছুঁলে স্নান না করে' শুদ্ধ হয় না। শৈব বৈষ্ণবকে ঘৃণা করে, বৈষ্ণব রামায়েৎকে ঘৃণা করে, ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব, জাতিতে জাতিতে বিরোধ—

তানাজি। কিন্তু অর্দ্ধ লক্ষ মোগল পাঠান এসে পঞ্চদশ কোটি হিন্দুকে চোখ রাঙ্গিয়ে তা'দের স্বেচ্ছাচার শাসনের অধীন করে রাখবে, যার ধমনী দিয়ে একটা উষ্ণ শোনিত-কণাও বইছে সে কি করে এই অত্যাচার সহ্য কর্ব্বে?

শিবাজী। যতদিন মানুষ হতে না পারি ততদিন এই স্বেচ্ছাচার শাসনের কাছে মস্তক নত কর্ত্তে হবে বৈকি।

তানাজি। মানুষ কবে আর হব?

শিবাজী। তা' বল্‌তে পাচ্ছি না বন্ধু! কিন্তু যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে দেখি, আমার চোখের সম্মুখে আমরা যে মানুষ নই তার প্রকট ছবি ফুটে ওঠে।—যে দিন কণোজের জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে কাগাড় তীরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এল সে দিনের ইতিহাস সাক্ষী দিলে,—আমরা মানুষ হয়নি; যে দিন ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শূর পুণ্যশ্লোক প্রতাপের মস্তক লক্ষ্য করে মানসিংহ মোগলের শাণিত তরবারখানা তুল্লে, সে দিন প্রমাণ হলো যে আমাদের মানুষ হতে দেরী আছে; আজ আমি যে অসহনীয় অত্যাচারের

বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে, উন্নত শীর তুলে, দাঁড়াতে চাইছি, আমার এই শির নুইয়ে দেবার জন্য আওরঙ্গজেব তরবার পাঠাবে কা'কে দিয়ে জান?—রাজা জয়সিংহ কিংবা মারাবার পতি যশোবন্ত সিংহকে দিয়ে।

তানাজি। কেন এমন হয়?

শিবাজী। হবে না? এখনো আমরা নিজের সুখ স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থকে দলিত কর্ত্তে দ্বিধা করি না, এখনো আমরা জনসাধারনকে পশ্চাতে ফেলে নিজেদের পুষ্পিত প্রতিমূর্ত্তি উর্দ্ধে তুলে পূজা পা'বার জন্য ব্যস্ত হই। যতদিন নিজের সর্ব্বস্বকে দেশের কল্যাণ-ব্রতে বলি দিতে না পার্ব্ব ততদিন নিজেও লঞ্ছনা ভোগ কর্ব্ব, দেশের লাঞ্ছনাও নির্ব্বাক হয়ে স'য়ে থাকব।

তানাজি। দেশের কল্যাণব্রতে তোমার যেমন একান্ত নিষ্ঠা দেখছি; আমার মনে হয় তোমাকে দিয়ে দেশের এই লাঞ্ছনার অবসান হবে।

শিবাজী। হবে কিনা জানি না। কিন্তু তার জন্য আমি হৃদয়ের রক্ত-ধারা ঢেলে দেব। হে মা, জননী জন্মভূমি! সন্তানের রক্ত যেন ব্যর্থ না যায়, এই আশীর্ব্বাদ কর মা!

তানাজি। তুমি পূজনীয় প্রভু, তুমি আমাদের প্রিয়তম ভাই; তুমি এই অধম অভাজনকে সখা বলে সম্বোধন করেছ;

তুমি সবার আগে আমার মাওলী ভাইগণকে তোমার কাছে আহ্বান করেছ, এমন উদার, এমন সরল প্রাণ যাঁর তিনি মায়ের আশীর্ব্বাদ হতে বঞ্চিত হবেন না।

শিবাজী। তানাজি! এই সহ্যাদ্রির সানুদেশে ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় একদিন আমি বিভোর হয়ে ছিলেম; কখন যে সূর্য্য অস্ত গেছে, কখন যে সন্ধ্যার বিষন্ন আলোক মাঝে সহ্যাদ্রির শোভা লুপ্ত হয়ে গেছে কিছুই জান্‌তে পারিনি; হঠাৎ একটা কোমল স্পর্শে আমার চিন্তা টুটে গেল, চোখ দু,টি ফিরিয়ে দেখলুম,—আমার পশ্চাতে এক মহান পুরুষ দণ্ডায়মান,—গৈরিক বেশ, প্রশান্ত মূর্ত্তি, প্রশস্ত ললাট, তার উপর চারুদর্শন চোখ দু'টি ধক্ ধক্ করে জল্‌ছে! ভয়ে বিস্ময়ে তাঁর চরণ মূলে মস্তক নত কর্লেম, তিনি সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভঙ্গ করে গম্ভীর উদাও স্বরে আমায় বল্লেন— "এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তোমায় বরণ কর্ল্লাম বৎস, যাও, এই পূণ্যব্রত উদ্‌যাপন করগে!" এই আদেশ করে' আঁখির পলকে অন্ধকার মধ্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তানাজি। তিনি বোধহয় স্বয়ং ভগবান।

শিবাজী। না তানাজি, তিনি ভগবান ন'ন,—ভগবানেরই প্রেরিত পুরুষ রামদাস স্বামী। আমি সে দিন আমার সমস্ত সত্ত্বা তাঁর পুণ্যপাদমূলে নিবেদন করে তাঁকে গুরুপদে

বরণ করেছি। চল তানাজি, শ্রীভগবানের আদেশ যাঁর মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছে তাঁর বাণী সফল করিগে।

তানাজি। তানাজি তোমারই চরণমূলে বিকিয়ে আছে বন্ধু!

নেপথ্যে গীত—

তানাজি। আমার মওলী ভাইগণ আসছে—

[গাইতে গাইতে মাওলীগণের প্রবেশ]

গীত

কি যাদু জান বঁধু, বুঝিতে না পারি,
মোদের যা' কিছু আছে দিতেছি চরণে তারি।
সহ পরাণের আশা,
অধরের ভাষা,
আজি মিটেছে সকল পিয়াসা
পিইয়ে তোমারি প্রেম বারি।
বঁধু, তুমি মহাজন,
হীন অভাজনে করেছ আপন,
তুমি হে তপন আঁধার গগন,
তুমি তমহারী।

শিবাজী। এস, এস আমার প্রিয়তম ভাইগণ, এস, আমার দেশের শক্তিমান সন্তানগণ, এই লাঞ্ছিত, অবনত ভারতকে

ওঠাবার জন্য তোমাদের আহ্বান করেছি। আমি যাদু জানি না, কুহক জানি না; জানি,—সরল, উদার উন্মুক্ত হৃদয়ের সঙ্গে আমার এই হৃদয়খানি মিলিয়ে দিতে—

[মুন্নার হাত ধরিয়া রঘুজির প্রবেশ]

রঘু। আজ মাওলীগণের গৃহে গৃহে ডাক্ পড়েছে, আমায় কেন ডাকলে না শিবাজি?

শিবাজি। তুমি বৃদ্ধ, তোমার একটা মাত্র ছেলে সেও শিশু; আমরা যাচ্ছি মরণকে বরণ কর্ত্তে, তাই তোমায় ডাকিনি।

রঘু। মরণ কি আমার গৃহে কখনো আস্‌বে না? কেন মরণকে নিয়ে ভয় দেখাচ্ছ? হে আমার মাথার ঠাকুর শিবাজি? আমরা কি বেঁচে আছি?—পদাঘাতে নত এই লুণ্ঠীত শির যার তুল্‌বার ক্ষমতা নেই, হৃদ্‌পিণ্ড তার ধুক্ ধুক্ কচ্ছে বলে কি সে বেঁচে আছে? না শিবাজি! পুত্রের মুখের পানে চেয়ে দেশকে ভুল্‌তে পার্ব্বনা, তুমি দেশের কাজ নিজেকে নিবেদন করেছ, আমি তোমার চরণে পুত্রকে নিবেদন কর্‌লাম।

মুন্না। আমি বর্শা ছুঁড়তে জানি রাজা। সেদিন একটা বাঘের ছানাকে আমি বর্শায় বিদ্ধ করেছি।

শিবাজী। বৃদ্ধ রঘুজি! তোমার এই মহৎ দান আমি গ্রহণ কর্‌লাম। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন। তানাজি! এই বৃদ্ধের মত দাতা এ দেশে কয়জন আছে?

তানাজি। তোমার মঙ্গল পরশে জন্মভূমির মলিন ললাট হতে অভিশাপের কালিমা মুছে যাচ্ছে; রঘুজির মত আজ সকলের মন, প্রাণ উদার হয়ে উঠ্‌বে। যেদিন বন্ধু, তুমি উচ্চ, নীচ ভেদজ্ঞানের অবসান করে আমাদিগকে কোল দিয়েছ সেদিন আমাদের সর্ব্বস্ব,—আমাদের ধন দৌলত, পুত্র পরিজন তোমার চরণে উৎসর্গ করেছি।

শিবাজী। তোমাদেরে পেয়ে বন্ধু, আশায়, উৎসাহে আমার বুক ভরে উঠেছে। জয়—জয়—মা ভবানী!

সকলে। জয়—জয় মা ভবানী।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—ভবানীর মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি

মুন্না ও মাওলী বালকগণ।

গীত।

লক্ লক্ রসনা নাচিছে অধরে,
ধক্ ধক্ অনল নয়ন উগারে,
মাভৈঃ মাভৈঃ
ধ্বনি ওঠে ঐ

আর কি সন্তান মরণে ডরে ?
এনেছি মা, জবা রক্তে রাঙিয়া
এনেছি ভক্তি পরাণ ভরিয়া
তাথিয়া তাথিয়া
ওঠ মা নাচিয়া,
ঝলকি উঠুক অসিটি করে।

[মতিলাল ও জহরলালের প্রবেশ]

মতি। কে তোমরা বালক ? এখানে কেন এসছ ?

জহর। সরে যাওত বাছারা ! আমরা মার পূজো দিয়ে বলিটা উৎসর্গ করি।

মুন্না। বলি কোথায় ?

মতি। ঐ ছাগ শিশু দেখ্‌ছ না, ঐ মাকে উৎসর্গ কর্ব্ব।

মুন্না। আহা ! সুন্দর ছাগ শিশু ! নেচে নেচে আস্‌ছে, এখনই যে খড়্গের আঘাতে তার জীবন শেষ হবে সে জানে না। হাঁগা, মা কি এই বলি গ্রহণ কর্ব্বেন ?

মতি। কর্ব্বেন না ?

[আবাজির প্রবেশ।]

আবাজি। কখনো না !

জহর। এত দিন কি করে গ্রহণ কর্‌লেন ?

আবাজি। এত দিনও করেন নি। এত দিন যদি সত্যরূপে মার পূজা কর্ত্তে পার্ত্তে, দেশের এই দুর্গতি হত না। যদি মার পূজা

সার্থক কর্ত্তে চাও, মার চরণে নিজেকে উৎসর্গ কর। "ধনং দেহি পুত্রং দেহি" এই স্বার্থপর মন্ত্র ভুলে' ভাইকে ভালবাসার, দেশকে ভালবাসার, স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালবাসার কামনা মার কাছে প্রার্থনা কর। দেখ্‌বে, তখন ঐ নৃমুণ্ডমালিনী, বিকট করাল বদনা মার ভীমা কালীমূর্ত্তি আবার প্রসন্না, বালারুণদ্যুতিময়ী, পূর্ণ স্তন্যভারে প্রফুল্লা, স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকট হয়ে উঠ্‌বে।

মতি। কে আপনি মহাজন? মার একি নূতন পূজা শেখাচ্ছেন।

আবাজি। নূতন পূজা নয়। মায়ের এমন পূজা মেওয়ারের রাণা প্রতাপসিংহ করেছিলেন তাই তাঁর পূজার যজ্ঞ হতে রাণা রাজসিংহের উদ্ভব হয়েছে। যদি প্রকৃতই মায়ের পূজা কর্ব্বার বাসনা হৃদয়ে জেগে থাকে, ঐ বাহিরের ঢং দূরে ফেলে দিয়ে মায়ের পূজায় নিজেকে উৎসর্গ কর্ব্বার মন্ত্র শিখে নাও।

জহর। সে মন্ত্র কে শেখাবে?

আবাজি। আমার সঙ্গে এস আমি তোমাদের দীক্ষা গুরুকে দেখিয়ে দেব।

জহর। চলুন, আপনি সাধু, আপনার সঙ্গ ত্যাগ কর্ব্বনা।

মুন্না। আমরাও যাব।

আবাজি। এস।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—বিঠোবাদেবের মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

কাল—প্রভাত।

মন্দিরের সোপান সম্মুখে যুক্ত করে রামদাস, প্রাঙ্গণে জন মণ্ডলী। অদূরে শিবাজী ও মাওলী সৈন্যগণ—

রাম। ওঠ, ওঠ, জাগ্রত হও দেবতা! দিকে দিকে ভারতকে মুখর করে আবার তেম্‌নি করে তোমার পাঞ্চজন্য ধ্বনিত কর, আবার তেম্‌নি করে ক্ষত্রতেজ, ব্রহ্মতেজের অপূর্ব্ব সমাহার,—পরশুরামের মত ভীম কুঠার উদ্যত করে সংহার মূর্ত্তিতে ধেয়ে এস। এই ক্ষত হৃদয়ের উদগ্র পিপাসা নিয়ে উদাত্ত স্বরে তোমায় ডাকছি নারায়ণ! ওঠ, ওঠ! তোমার কণ্ঠের ঐ শুভ্র, সুরভী ফুলের মালা দূরে ফেলে দাও, তোমার হাতের ঐ মোহন বাঁশী নর্ম্মদার জলে ভাসিয়ে দাও। ত্রেতাযুগে, তুমি দক্ষিণ সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করে পাপ-পঙ্কিল গর্ব্বিত লঙ্কাকে দলিত করে পুণ্যের জয়পতাকা তুলেছিলে; আবার তেমন করে, তোমার ঐ বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ ঠাম ছেড়ে দুর্জ্জয় ধনুর্ব্বাণ হস্তে জেগে ওঠ। তুমি না প্রবুদ্ধ হলে তোমার এই লীলাভূমিতে ধর্ম্ম জেগে উঠবে না নারায়ণ!

[গাইতে গাইতে কীর্ত্তনের দলসহ তুকারামের প্রবেশ]

গীত

আজি মন্দিরে এসেছে ওগো, মর্ম্মেরধন।
চিত চঞ্চল আঁখিয়া আকুল
হেরিতে সে অরূপ রতন।
আমি গাঁথি নাই মালা,
তুলি নাই ফুল,
শূন্য ফুল-ডালা,
পরাণ ব্যাকুল।
পূজাত হল না,
কি করি বল না,
কেমনে পা'ব দরশন ?

রাম। সত্য সাধু তুকারাম! আজ যেন কুরুক্ষেত্র মহাযজ্ঞের সেই প্রধান হোতা এই মন্দিরে আবির্ভূত হয়েছেন; চারদিকের বাতাস যেন নবীন উৎসাহে ভরে গেছে!

তুকারাম। ভক্তি, প্রেমে আজ সকলের মন ভরে উঠেছে, প্রেমময় ঠাকুরের কাছে এলে শুষ্ক, কাঠোর প্রাণও প্রীতির চন্দনে আদ্র হয়ে ওঠে। আমারত কিছুই হলো না! জীবনের

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কিছুই হল না। [সুরে] "আমি গাঁথি নাই মালা, তুলি নাই ফুল, ওগো শূন্য অর্ঘ্য ডালা পরাণ আকুল— পুজাত হল না কি করি বলনা, কেমনে পাব দরশন" ?

রাম। সাধু তুকারাম! শুধু ফুল চন্দনে ভগবানের পূজা করে ভারতের প্রাণকে কোমল করে দিওনা,—রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে পূজার আয়োজন কর !

তুকারাম। যিনি প্রেমের ঠাকুর, যাঁর মধুর মুরলীর মোহন ধ্বনি যমুনা পুলিন হতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতকে প্রেমে মুগ্ধ করে রেখেছে, তিনিত রক্ত চান না,—ভক্তির চন্দনে তাঁর অতুল তৃপ্তি।

রাম। যদি না চাইবেন তবে বাঁশরী ফেলে কেন কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য ধরেছিলেন, কেন জটাধারী ধনুর্দ্ধারী হয়ে, সমুদ্রে পাষাণ ভাসিয়ে লঙ্কায় অভিযান করেছিলেন? সাধু তুকারাম! ভগবানকে ভক্তি দেবে যখন নিখিল বিশ্ব ভক্তি পিয়াসী হয়ে উঠ্‌বে ;—চেয়ে দেখ আজ চারদিক হতে বিশ্বের রক্ত লেলিহান ক্ষুধিত রসনা ভারতের বুকের রক্তের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে। এই বিপদকালে, পাপের পূর্ণ গ্রাস হতে ভারতকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য রক্ত যজ্ঞের আয়োজন কর,—প্রাণ ভরে ডাক সেই বিপদভঞ্জন, কেশী—কংস-নিসূদন মুকুন্দ মুরারে।— বল হরে মুরারে মধুকৈটভারে—

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল]

সকলে [ভীতস্বরে] একি ? একি ?

নেপথ্যে—আল্লা, আল্লা হো, আল্লা ল্লা হো—

জনৈক ব্যক্তি পালাও, পালাও সুলতানের সৈন্যগণ বিঠোবা দেবের মন্দির আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে। পালাও, পালাও—

সকলে। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ! কি হবে গো, কোথায় যাব গো, পালাও পালাও।

[সকলের ক্রন্দন ও কোলাহল]

রাম। কেন কাঁদছ ?

জনৈক ব্যক্তি। কাঁদব নাত কি প্রাণ দেব ?

রাম। ক্রন্দনে কি সুলতান সৈন্যগণ ফিরে যাবে ?

জনৈক ব্যক্তি। তা যাবে না সত্য। কি হবে গো পালাই, পালাই—

রাম। পালাচ্ছ ? কাথায় পালাচ্ছ ? এই বিঠোবা দেবের কাছে এসছ তোমরা ইহকালের সৌভাগ্য, পরকালের পরমাত্র লাভ কর্ব্বার জন্য, আজ সেই বিঠোবা দেবকে একদল উন্মত্ত আততায়ীর সম্মুখে ফেলে কোথায় পালাবে ? সুলতানের সৈন্যগণের ধমণী দিয়ে যেমন রক্ত ধারা বইছে তোমাদের ধমণী দিয়েও কি তেমন রক্তধারা প্রবাহিত হয় না ?

নেপথ্যে—আল্লা-ল্লা-হো, আল্লা-ল্লা হো—

সকলে। ঐ এলো, ঐ এলো, ও মাগো, কি হবে গো? পালাও পালাও—

রাম। পালাবে? কোথায় পালাবে?—স্ত্রীর অঞ্চলের আড়ালে?—মায়ের স্নিগ্ধ ক্রোড়ে? কিন্তু সেওত তোমাদের নিরাপদ স্থান নয়।—তোমাদের মাতা, ভগ্নী; স্ত্রীর চোখের জলে সুলতানের হারাম্ সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। যাও বিঠোবাদেবের মূর্ত্তি রক্ষা কর; আততায়ীগণকে তাড়িয়ে দাও; না পার প্রাণ দাও। এই রক্তপাত ভগবান কখনো বিফল করে দেবেন না।

জনৈক ব্যক্তি। না না আমরা প্রাণ দিতে পারব না। চল ভাই সকলে পালাই।

সকলে। চল; চল, পালাও পালাও। আমরা প্রাণ দিতে পার্ব্ব না।

রাম। প্রাণ দিতে পার্ব্বে না? কিন্তু প্রাণটাকে চিরদিন ধরে রাখতে পার্ব্বে কি? যখন জরা, ব্যাধি, মহামারি—তোমার দরজায় এসে হানা দেবে, এমন কোন স্থান আবিষ্কার করেছ যেথায় নিজের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পার্ব্বে?

নেপথ্যে—আল্লা-ল্লা-হো, আল্লা-ল্লা হো—

জনৈক ব্যক্তি। কেন বাজে বকুনি শুন্‌ছিস্? ঐ এলোরে ও শেতলা, ও বিট্‌ঠন, চল, চল পালাই—

[দ্রুত প্রস্থান]

রাম। যাও হতভাগ্য ভীরু কাপুরুষের দল, তোমাদের প্রাণ এতই অপদার্থ যে তা দিলেও কোন দরকারে আসবে না। পালাও, তোমাদের আরাধ্য দেবতাকে, তোমাদের মঙ্গলকে অত্যাচারী আততায়ীর পদতলে ফেলে দিয়ে কোন নিভৃত, বিলাস কুঞ্জের সন্ধান করগে। কিন্তু এই জন সঙ্ঘের ভিতর এমন কি দশটা প্রাণীও নেই যারা নির্ভয়ে মরণকে বরণ করে দেশের মান, এই বিঠোবা দেবের সম্মান, মাতা, ভগ্নীর মর্য্যাদা, ভীষ্মার্জ্জুন বন্দিত এই ভারতের গৌরব রক্ষা কর্ত্তে পারে?

শিবাজী। [সম্মুখে অগ্রসর হইয়া] আমি যাব প্রভু! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব!

রাম। যাও বৎস! দেশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ কর! শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল কর্ব্বেন।

কতিপয় ব্যক্তি। আমরাও সঙ্গে যাব।

শিবাজী। এস ভাইগণ—

[নেপথ্যে কোলাহল]

শিবাজী। ঐ কোলাহল শোন, ঐ উন্মত্ত উদ্দাম সুলতান-সৈন্যগণ প্রবল বেগে ধেয়ে আস্‌ছে। বল—জয় মা ভবাণী—

সকলে—জয় মা ভবাণী!

[অসি নিষ্কাষিত করিয়া শিবাজীর মাওলী সৈন্যগণ সহ প্রস্থান]

তুকারাম। কে এই অপূর্ব্ব বীর পুরুষ?

রাম। ভারতের উদীয়মান ভাস্কর, মহারাষ্ট্র গৌরব শিবাজী। সাধু তুকারাম, তুমি এর প্রাণে ভক্তি দাও, আমি এর হস্তে খড়্গা দিই। উভয়ের মিলিত আশির্ব্বাদ দিয়ে একে দিয়ে এই ভারতবর্ষে আবার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করি।

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল]

তুকারাম। কি ভীষণ কোলাহল! নারায়ণ! নারায়ণ! এই পৃথিবীর মঙ্গল কর, মানুষের রক্ত লিপ্সাকে সংযত কর।

রাম। ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে। হে বিঠোবা দেব! তুমি যদি জাগ্রত হও, আমার শিবাজী এই যুদ্ধে নিশ্চয় জয় লাভ কর্ব্বে। ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—কক্ষ। কাল—রাত্রি।

সাহজি ও শিবাজী।

শিবাজী। আমি যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসেছি; আমায় আশীর্ব্বাদ করুন পিতা!

সাহজি। পুত্র, তুমি বিদ্রোহী।

শিবাজী। বিদ্রোহী কা'কে বলে পিতা?

সাহজি। যে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সেই বিদ্রোহী।

শিবাজী। তবে পিতা! আমি বিদ্রোহী নই।

সাহজি। তুমি বিজাপুর নবাবের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছ; তুমি বিদ্রোহী নও?

শিবাজী। পিতা! যে দেবালয় ধ্বংস করে, কুল নারীর সতী-ধর্ম্মে আঘাত দেয়, যে দুর্ব্বলের রক্ত শোষণ করে', নিজের বিলাস লালসার পরিচর্য্যা করে, তাকে রাজা বল? তার শক্তিকে রাজ-শক্তি বলে সম্মান কর্ত্তে বল? রাজশক্তির কি নিয়ম রক্ষার জন্য বিজাপুর সুলতানের বিঠোবা দেবের মন্দির ধ্বংস চেষ্টার প্রয়োজন হয়েছিল? কি রাজ প্রয়োজনে সুলতানের হারামে মহারাষ্ট্রের অতুল লাবণ্যময়ী রমণীগণ লাঞ্ছিত হচ্ছে? পিতা! দেশের এই হীন দুর্দ্দশার কথা যখন ভাবি আমার সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুগুলির মধ্যে দিয়ে উষ্ণ রক্তধারা বইতে থাকে; আমি দিশেহারা হয়ে যাই।

সাহজি। দিশেহারা হলে চলবে না শিবাজি! আমি এখনো বিজাপুর সরকারের নিমকে দেহ পুষ্ট কচ্ছি; আমার ধন দৌলত সব বিজাপুর সুলতানের প্রসাদে।

শিবাজী। পিতা! তুমি এই নিয়ে গর্ব্ব কচ্ছ; কিন্তু লজ্জায় ঘৃণায় আমার মস্তক নত হয়ে যাচ্ছে।—সারা দেশকে উপবাসী রেখে তোমার মুষ্টিগুলি সুবর্ণে ভরে দিচ্ছে, এর সার্থকতা কি? সারাদেশকে লাঞ্ছিত করে' তোমায় সম্মানিত কচ্ছে, এই সম্মানের

মূল্য কি? না, পিতা! নবাবের এই ঘৃণ্য গোলামী ত্যাগ করে দেশের কাজে আজ যারা দুঃখকে বরণ কর্ত্তে অগ্রসর হয়েছে তা'দের পার্শ্বে এসে দাঁড়াও। এই শ্মশানের মধ্যে কিসের সম্মান? এই ধূধূ মরুবিস্তার মধ্যে কিসের ধন দৌলত? পঞ্চমহল প্রাসাদের আমাদের কি প্রয়োজন? পর্ণ কুটীরে কি জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে না? স্নিগ্ধ হাওয়া বয়না? শ্যাম দুর্ব্বাদল হতে কি শুভ্র সুকোমল শয্যা বেশী উপাদেয় পিতা?

সাহজি। পুত্র! তুমি একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে অনন্ত বিপদ মাথা পেতে নিচ্ছ? মনে রেখ পুত্র! এ ছেলা খেলা নয়।

শিবাজী। পিতা! যে দিন গুরুদেব মহাত্মা রামদাস স্বামী আপনার পুত্রের ললাটে দেশের কল্যাণ ব্রতের পূতটীকা পরিয়ে দেছেন, যে দিন মঙ্গলময়ী মা ভবানীর ভীম অসিপানা আপনার পুত্রের হস্তে অভিষিক্ত হয়েছে সে দিন হতে আপনার পুত্র ছেলে খেলা ভুলে গেছে।

সাহজি। পুত্র! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমার পিতাই বিপন্ন হবে

শিবাজী। পিতা! ভারতবর্ষের গতকয় শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখুন, একটা ধ্বংসের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই চোখে পড়বে না।—ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন কীর্ত্তি,

অনন্ত জ্ঞান, অতীত গৌরব সব আজ ইস্‌লামের ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে।—তীর্থে দেব মন্দির গুলি ধূলায় গড়াচ্ছে, দেবতার পীঠ স্থান মোগল পাঠানের পদ ধূলিতে আছন্ন ; দেশের এই দুর্দ্দশা দেখে বুক আমার ফেটে যেতে চাইছে। এস বাবা, যারা হিন্দু-ধর্ম্ম দেবতাকে পদ দলিত কর্ত্তে দ্বিধা করে না, তাদের উচ্ছিষ্ট ত্যাগ করে, চল দেশের সেবায় নিজেকে সঁপে দিই। কয় দিনের সংসার ? কয়দিনের সুখ স্পৃহা বাবা ? এই প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা একদিন ছেড়ে যেতে হবে, এই সুপুষ্ট সুঠাম শরীরকে একদিন ভস্ম করে দিতে হবে—

সাহজি। শিবাজি! তোমার প্রাণে একি প্রেরণা এসেছে ?

শিবাজী। পিতা! গভীর নিশায় যখন নিখিল বিশ্ব সুপ্তির মাঝে ডুবে যায়, তোমার পুত্র ব্যাকুল বক্ষে তন্দ্রা বিহীন চোখে সারানিশি জেগে থাকে, তার জীবনের শান্তি চোখের নিদ্রাকে হরণ করেছে জান ?—জননী জন্মভূমি!—দীনা, হৃত-সর্ব্বস্বা বিস্রস্ত বসনা, লুলিত কুন্তলা, ধূলায় লুণ্ঠীতা! মায়ের এই বিষাদ মলিন বিশীর্ণ মূর্ত্তি তার শীর্ণ হাতখানি তুলে রাত্রি দিন আমায় যেন ডাকছে—

সাহজি। একি ? পুত্র !

শিবাজী। কি বাবা ?

সাহজি। একি অপূর্ব্ব দৃশ্য ?

শিবাজী। কি দৃশ্য বাবা?

সাহজি। তোমার মুখে একি জ্যোতিঃ? এমন ত কখনো দেখিনি? কি উজ্জ্বল, কি তীব্র চোখ দু'টি? পুত্র! পুত্র! শিবাজি আমার—

শিবাজী। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন পিতা। মাতা, পিতার আশীর্ব্বাদ দুর্ভেদ্য কবচের মত সন্তানকে শত বিপদ হতে রক্ষা করে।

সাহজি। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র? তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। তোমাহতে মহারাষ্ট্রের, গৌরব, এই ভারতের গৌরব বৰ্দ্ধিত হোক। অথর্ব্ব দুর্ব্বল আমি, আমার দিন চলে গেছে বৎস? কিন্তু আমার এই স্থবির বক্ষে, এই শিথিল শরীর মধ্যে একি স্পন্দন জাগালে পুত্র? একি আনন্দ? একি উৎসাহ?—

শিবাজী। পিতা আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার আশীর্ব্বাদ পেয়ে আজ ধন্য আমি, কৃতার্থ আমি।

সাহজি। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—পথ। কাল—প্রভাত।

মুক্ত অসি হস্তে মাওলী সৈন্যগণও মুন্না গাইতে গাইতে কুচ্ করিয়া যাইতেছিল। দূরে দাঁড়াইয়া রঘুপতি পলকহীন চোখে চাহিয়া আছে—

গীত

ঐ বাজে ভেরী আসে মহা আহ্বান,
মরণের ডাকে কে দিবিরে সাড়া ?
রক্ত করিবি দান ?
আজি আগুন লেগেছে তুষারে,
গলিছে পাষাণ শত ধারে,
শোন, শোন, শোন মত্ত আরাবে
রুদ্র বীণায় উঠেছে তান।
ঐ বাজে ভেরী আসে মহা আহ্বান,
মরণে বরিয়া বাঁচিবি যে জন
আয় আয় ঢালিগে পরাণ।
টুটে' দিয়ে সব হীন দৈন্য,
সার্থক করি মাতৃস্তন্য,
মোরা নইরে দীন, নই নগন্য
কেন সহি এত অপমান।

[মুন্নাও সৈন্যগণের প্রস্থান]

রঘু। যাও বীরগণ! বিজয়ী হয়ে ফিরে এস। মা ভবানী তোমাদের মঙ্গল করুন। আনন্দে, গর্ব্বে, উৎসাহে প্রাণ আমার নেচে উঠ্‌ছে! আমার এই শীর্ণ শরীর এই শুষ্ক প্রাণ একটা অপূর্ব্ব উন্মাদনায় যেন তরুণ হয়ে উঠ্‌ছে! মুন্না যখন সপাদপে,

বুক ফুলিয়ে তরবারি ঘুরিয়ে আমার পানে চেয়ে হেসে হেসে চলে গেল, আমার এই লোল বক্ষখানি গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠ্‌ল। যাও বৎস, দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করে জনম সফল করগে। যাই তা'দের বিজয় যাত্রা দেখিগে।

[প্রস্থান]

নবম দৃশ্য।

স্থান—সভাগৃহ। কাল—মধ্যাহ্ন।

শিবাজী, তানাজি ও সভাসদগণ।

শিবাজী। আজ বড় আনন্দের দিন তানাজি!

তানাজি। কল্যাণপুর আজ মহারাষ্ট্রের পদানত; আনন্দের দিন বইকি!

শিবাজী। আমার আনন্দ সে জন্যে নয় তানাজি,—আনন্দ আমার মহারাষ্ট্র শক্তির বিকাশ দেখে।—মহারাষ্ট্রের নিরীহ কৃষক-গণ, মহারাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিত বিলাসী সন্তানগণ আজ এক মহা সন্ধিতে মিলিত হয়ে এক লক্ষ্যে, এক প্রাণে ছুটেছে! কল্যাণের যুদ্ধে তাদের অম্লান মুখশ্রী, অপূর্ব্ব শৌর্য্য অতুল স্বদেশ ভক্তি সর্ব্বোপরি প্রাণ দেওয়ার জন্য একটা উৎকট উন্মদনা আমার চোখের উপর একটা বিরাট চিত্র ফুটিয়ে তুল্‌ছে, এই চিত্রখানি এত বিরাট যে সহ্যাদ্রির পর্ব্বত কন্দরে তার স্থান হচ্ছেনা,

বিশাল দাক্ষিণাত্যের সীমা অতিক্রম করে ভারতব্যাপি ছড়িয়ে যেতে চাইছে।

[ধান্য দূর্ব্বা হস্তে ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ]

ব্রাহ্মণগণ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধ শ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ব বেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট নেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

[শিবাজীর মস্তকে আশীর্ব্বাদ দান]

জনৈক ব্রাহ্মণ। তোমায় আশীর্ব্বাদ ও সম্বর্দ্ধনা কর্ত্তে এলাম শিবজি।

শিবাজী। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন; আমার পরম সৌভাগ্য। আপনাদের আশীর্ব্বাদ পেয়ে কৃতার্থ আমি।

জনৈক ব্রাহ্মণ। সৌভাগ্য তোমার নয় শিবাজি? সৌভাগ্য এই ভারতের যে তুমি দেব, ধর্ম্ম, দেশ, রক্ষার জন্য খড়্গ তুলেছ।

[মৌলনা আহাম্মদকে বন্দী করিয়া সেনাপতি
আবাজি ও রক্ষীগণের প্রবেশ]

আবাজি। মহারাজ! আপনার চিরদাস আজ আপনার আদেশ পালন কর্ত্তে পেরে নিজেকে ধন্য মনে কচ্ছে। আজ

কল্যাণপুরের দুর্গ প্রাকারে মহারাষ্ট্রের বিজয় কেতন সগর্ব্বে আন্দোলিত হচ্ছে; কল্যাণপুরের অধিপতি এই মৌলানা আহাম্মদ মহারাষ্ট্রের বিজয় পতাকা মূলে বন্দী, কল্যাণপুরের মণি, রত্নে আজ মহারাষ্ট্র ভাণ্ডার পূর্ণ—

শিবাজী। ধন্য সেনাপতি! তোমার অপূর্ব্ব শৌর্য্য আজ ভারতলক্ষ্মীর ললাটের ম্লানিমা মুছে দিয়ে ললাটকে উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। আশীর্ব্বাদ করি বিজয় বিধায়িনী মা ভবানীর কৃপা লাভ কর। আবাজি!—

আবাজি। মহারাজ!

শিবাজী। একখানা শিবিকা এদিকে আসছে না?

আবাজি। হাঁ প্রভু।

শিবাজী। ও কার শিবিকা?

আবাজি। আপনার ভোগের জন্য একটা অপূর্ব্ব সামগ্রী সংগ্রহ করেছি।

শিবাজী। কি সামগ্রী?

আবাজি। অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব, বসোরার প্রস্ফুটিত গোলাপ!— এই মৌলানা আহাম্মদের পুত্রবধু।

আহাম্মদ। কাফের, কাফের, শয়তান, আমায় বধ কর্; আমি তোদের বিচার চাই না, আমায় বধ কর, আমি তোদের দয়া চাইনা, তোদের তরবারে আমার শির উড়িয়ে

দে। কৈ? শয়তানের দল, এখনো আমায় বধ কলি না? তবে এই লৌহ শৃঙ্খল মাথায় মেরে মস্তক আমার চূর্ণ করে ফেলব।

শিবাজী। শৃঙ্খল মুক্ত কর।

[রক্ষীগণ শৃঙ্খল খুলিতে লাগিল]

আবাজি। ওরে, শিবিকা এইখানে নিয়ে আয়।

শিবাজী। না, না, ঐখানেই থাক। হাঁ ঐ খানেই রাখ।

আবাজি। শিবিকা হ'তে বেরিয়ে আস্তে বল।

আহাম্মদ। এখনো আমায় বধ কলিনা কাফের, দুষমন্ শয়তান—

শিবাজী। এ কি? এ কি? একি অপরূপ রূপের সমারোহ? শত শশধরের শারদ লাবণ্য, শত শত শতদলের রক্তিম আভা অঙ্গে অঙ্গে উদ্ভাসিত! একি রূপ? একি শ্রী? একি ভুবন মনমোহিনী মাধুরী? মা! মা! এত রূপ কোথায় পেলি মা? তোর ঐ অতুল রূপের মধ্যে আমি আমার সেই রূপসী মায়ের ছায়া দেখছি!—"তপ্তকাঞ্চণ বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্টাং সুলোচনাম্ নবযৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্"—মা! মা! অমনি করে দাঁড়াও মা! আমি মস্তক নত করে একবার ঐ রূপের পূজাকরি। [যুক্ত করে]—"অশেষ রূপ রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তুতে।" যাও মা! মুক্ত তুমি!

তোমায় বেঁধে রাখব এমন নিগড় আমার নাই, পূজা কর্ব্ব এমন মন্দির আমার নাই।

মৌলনা আহাম্মদ! আপনিও মুক্ত' আপনার পুত্রবধূ আমার ঐ মাকে নিয়ে আপনি আপনার সৌভাগ্যের মাঝে, আপনার সিংহাসনে ফিরে যান! মা! মা! রূপসী মা আমার! তোর গর্ভে যদি জন্ম নিতে পার্ত্তেম, তোর ঐ অতুল রূপের আভা সর্ব্বাঙ্গে আমার ছড়িয়ে পর্ত্ত, আমি ধন্য হয়ে যেতেম। যাও মা! সগৌরবে তোমার ঐশ্বর্য্যের মাঝে তুমি ফিরে যাও!

আহাম্মদ। শিবাজী! তুমি কাফের না পয়গম্বর, তুমি শয়তান না স্বর্গের দূত? উদার! মহৎ! আমায় একবার আলিঙ্গন কর। [শিবাজীকে আলিঙ্গন করিল]

তানাজি। সুন্দর! সুন্দর! এই শুভ লগ্নে তোমরা হিন্দু, মুসলমান তোমাদের সহস্রধা বিক্ষিপ্ত, বিভিন্নতাকে দূর করে এক প্রাণে এক হৃদয়ে মিশে যাও। কিসের ভেদ, কিসের দ্বেষ? এক পৃথিবী, এক চন্দ্র-সূর্য্য, এক ভগবান, এক মানবজাতি! এমন একটা মহান সন্ধিতে যদি পৃথিবীর মানবজাতি মিশে যেতে পার্ত্ত, কত হাহাকার, কত ব্যথা, ধরার বক্ষ হতে লুপ্ত হয়ে যেত। হায় ভগবান!

[রামদাস স্বামীর প্রবেশ]

রাম। ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম। ধন্য! ধন্য!

শিবাজী। এ কি? প্রভু? রাত্রিদিন নগরে কান্তারে যাঁর সন্ধানে ফিরেছি, আজ তিনি আমার দুয়ারে? দেবতা! প্রভু! [স্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল]

রাম। বৎস! ধন্য! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার জননী! ধন্য এ দেশ যেথায় তুমি জন্ম নিয়েছ! মহানুভব জিতেন্দ্রিয় তুমি! আমি আকাবাইয়ের মুখে ঐ কিশোরী কন্যার আগমন সংবাদ শুনে অস্থির হয়ে পড়েছিলেম, তাই ছুটে এসেছি, এসে আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার মহিমা দেখে ধন্য হলেম।

শিবাজী। যদি দয়া করে দাসকে দেখা দিয়েছেন, আর চরণ ছাড়া কর্ব্বেন না।

রাম। একটা উন্নত, মহৎপ্রাণ খুঁজবার জন্য আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি। আজ আমার শ্রম সার্থক। এস শিবাজী, আজ গুরু শিষ্য মিলে এই ভারতবর্ষে আবার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের সূচনা করি। তোমরা ভারতের সমস্ত হিন্দুমুসলমান এই মহৎ কাজের সহায় হও। যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, পরকে নিরর্থক পীড়া দিতে যার বক্ষ কম্পিত হয় না, তার মস্তক লক্ষ্য করে খড়্গ তোল। হৌক সে শক্তিমান পুরুষ, তোমাদের মিলিত অভিশাপে তাকে লুটিয়ে দাও। জয় ধর্ম্মের জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শিবির-কক্ষ। কাল—প্রভাত।

রাজা জয়সিংহ ও জনৈক মোগল সেনানী।

জয়সিংহ। অপূর্ব্ব শৌর্য্য এই শিবাজীর, অপূর্ব্ব সাহস এই মহারাষ্ট্র জাতির! আমি আনন্দে, বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে পড়েছি।

সেনানী। হওয়ার কথা বটে।

জয়সিংহ। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সাম্রাজ্য কি শক্তির সংঘাতে এত দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কি শক্তির সম্মুখে এসে মোগলের বিজয়ী সেনানীগণ মস্তক নত করে বিফলে ফিরে গেল আজ তা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি। দিল্লীর শক্তিমান সম্রাটের বিশ্ববিজয়ী সৈন্য নিয়ে আমি অনাহত বেগে হিমাচল অবধি ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে মোগলের বিজয় পতাকা চালিয়ে নিয়েছি, আমার সেই গতি বাধা পেলে এই সহ্যাদ্রির সানুদেশে এসে।

সেনানী। কিন্তু মহারাজ! এবার আমরা যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়ী হয়েছি। আজ শিবাজীর সুরক্ষিত অনেক দুর্গ আমাদের হস্তগত।

জয়সিংহ। যুদ্ধে জয়ী হয়েছি বটে, একটা বিপুল বাহিনী নিয়ে এই মুষ্টিমেয় মারাঠাগণকে দলিত মথিত করেছি সত্য; কিন্তু শিবাজীর শৌর্য্য আমার সমস্ত বিজয় গৌরবকে ম্লান করে দেছে। ক্ষুদ্র একটা তড়াগের বুকের উপর দিয়ে প্রবল বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মত লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে এই ক্ষুদ্র মারাঠা জাতির উপর আপতিত হয়েছি, তাদের দলিত করেছি; কিন্তু একি যুদ্ধ জয়?—

[শিবাজীর প্রবেশ]

শিবাজী। জয় বই কি! এমন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে শায়েস্থা খাঁ প্রমূখ মোগল সেনানীগণ এই মারাঠা দেশ হ'তে পরাজয়ের অপমান ঘাড়ে নিয়ে নত শিরে ফিরে গেছে। হে ভারতগৌরব মহারাজ জয়সিংহ আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

জয়সিংহ। কে? ভারতের উজ্জ্বল আশা শূরশ্রেষ্ঠ শিবাজী! বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে আমি আপনাকে সম্বর্দ্ধনা কচ্ছি, আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

শিবাজী। আপনার আজ্ঞাবহ দাসকে কি আজ্ঞা পালনের জন্য আজ আহ্বান করেছেন?

জয়সিংহ। বিনয়ী বটে। আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ হলেম। মনে কর্ত্তাম,—করাল কৃতান্তের মত তার মুর্ত্তি যা'কে দিল্লীতে পার্ব্বত্য দস্যুবলে অভিহিত কচ্ছে। কিন্তু দেখছি ভগবান যাঁর

ললাটে রাজটীকা লিখেছেন তাঁকে সর্ব্বগুণে মণ্ডিত করে দেছেন।

শিবাজী! এ দাসকে যে আপনি স্নেহের চক্ষে দেখেন তা' দাসের অবিদিত নাই। তাই মহারাজের আজ্ঞা পেয়ে কোন যুক্তি তর্কের ভিতর না যেয়ে মহারাজের সান্নিধ্যে ছুটে এসেছি। দাসকে আদেশ করুন।

জয়সিংহ। শিবাজি! আপনার শক্তির উপরই আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্য গৌরব পুনরুত্থানের আশা নির্ভর করে। মেবার, মারবারের শির ইস্‌লামের অসির আঘাতে নত হয়ে গেছে, একমাত্র মারাঠা শিবাজীর পাণে আজ সমস্ত হিন্দুস্থান মাথা উঁচু করে চেয়ে আছে। আমার একান্ত অনুরোধ এই নব বিকাশিত শক্তিকে এমন ভাবে ক্ষয় হতে দেবেন না। মোগলের দাস হয়েছি, তা'দের অনুগ্রহে সুখ সম্পদ ভোগ কচ্ছি না বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। কিন্তু যখন অতীতের কথা ভাবি, যখন পৃথ্বীরাজ প্রতাপের কথা স্মৃতির মাঝে উদয় হয়, ক্ষোভে ঘৃণায়, ব্যথায় বুক ফেটে যেতে চায়; নিজেকে শতবার ধিক্কার দিই। কত শত শতাব্দির গৌরবকে নষ্ট করে দিইছি। তাই যখন এই নষ্ট গৌরবকে কেউ উদ্ধার কর্ত্তে উদ্যত হয় শ্রদ্ধা, ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে তার কল্যাণ কামনা করি। স্বেচ্ছায় আপনাকে ডেকে অনুরোধ কচ্ছি আপনি শক্তি সম্পূর্ণ সঞ্চয় কর্ব্বার পূর্ব্বে তার অপব্যয় কর্ব্বেন না।

শিবাজী। কি কর্ত্তব্য অনুমতি করুন।

জয়সিংহ। এমন ধ্বংসকারী যুদ্ধে না যেতে আপনি সন্ধি করুন।

শিবাজী। কি সর্ত্তে

জয়সিংহ। সর্ত্ত এই যে, আমরা দিল্লীর সম্রাটের পক্ষে যে সব দুর্গ জয় করছি, সেগুলো দিল্লীর সম্রাটকে ছেড়ে দিন, বাকী গুলো আপনি নিরাপদে ভোগ করুন। সম্রাটের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করুন। ভবিষ্যতে সম্রাট কখনো আপনার রাজ্য আক্রমণ কর্ব্বেন না।

শিবাজী। মহারাজ, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্ব্বেন। বোধ হয় আপনি ভুলে যাচ্ছেন, বর্ত্তমান দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব্।

জয়সিংহ। শিবাজী বোধ হয় জানেন না যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহও জয়সিংহের বাহুবলের উপরই আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

শিবাজী। তা' দাসের অবিদিত নাই। কিন্তু শুন্‌ছি আওরঙ্গজেব্ উপকারীর নিকট কখনো কৃতজ্ঞ থাকেন না।

জয়সিংহ। তা'হৌক। সম্রাট আওরঙ্গজেবের এমন সাহস নেই যে, যে সন্ধি সাম্রাজ্যের মঙ্গলদায়ক মনে করে জয়সিংহ করেছেন তা' লঙ্ঘন করেন।

শিবাজী। ভাল। এই সন্ধিতে আমি স্বীকৃত আছি।

জয়সিংহ। আপনার দূরদর্শিতা ও ব্যবহারে সত্যই আমি আনন্দিত হলেম। আপনি সত্বর দিল্লী চলে যান, আমি দু'পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার অনুগমন কর্ব্ব।

শিবাজী। দিল্লী যেতে হবে? এই আদেশ কেন মহারাজ?

জয়সিংহ। এ অনুরোধ এই জন্য কচ্ছি,—সম্রাটের সঙ্গে আপনার দেখা হলে, উভয়ের মধ্যে যে বিদ্বেষটুকু বর্দ্ধিত হচ্ছে তা দূর হবে।

শিবাজী। মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা অন্যায়। কিন্তু আমার অন্তরের কথা এই যে আমি আওরঙ্গজেব্‌কে বিশ্বাস করি না। যার হস্ত ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত তাকে কি করে বিশ্বাস করি?

জয়সিংহ। তা আমি জানি। কিন্তু আপনার কোন আশঙ্কার কারণ নেই। জীবন বিপন্ন হবে মনে কচ্ছেন?—তার জন্য আমি প্রতিভূ রইলেম। ঈশ্বর না করুন, যদি তেমন কোন অমঙ্গল ঘটনা সূচিত হয়, জান্‌বেন শিবাজি! জয়সিংহের মর্ম্মবিদারী অভিশাপের উষ্ণ নিশ্বাসে ভারতব্যাপী এমন আগুণ জ্বলে উঠ্‌বে যাতে মোগল সাম্রাজ্য পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

শিবাজী। মহারাজের এই প্রস্তাবেও স্বীকৃত হলেম।

জয়সিংহ। আমার সম্মান রক্ষা করে আমায় সুখী কর্লেন। বেলা অনেক হল আর আপনাকে কষ্ট দেব না। আমায় আলিঙ্গন

দিউন। আজ হ'তে আমাকে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে রাখবেন। [শিবাজীকে আলিঙ্গন]

শিবাজী। এ দাসের সৌভাগ্য। যাই, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

জয়সিংহ। আসুন।

[শিবাজীর হস্তধারণ করিয়া দরজা পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পঞ্চবটী। কাল—অপরাহ্ণ।

রামদাস স্বামী।

রামদাস। পঞ্চবটী যেন আমায় তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। এই পুণ্য তীর্থে, আমার জীবনের এক নবীন উষা-লোকে আমার আরাধ্য দেবতা আমায় দেখা দিয়েছিলেন। আমার জীবনের সে কি শুভ দিন! যে'খানেই ছুটে যাই এই পঞ্চবটীর আকর্ষণ আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। এর শ্যাম সৌন্দর্য্যে আমার সেই অতীন্দ্রিয় সুন্দর পুরুষের রূপের আভা দেখতে পাই।

[সেক মহম্মদের প্রবেশ]

রামদাস। কে? মহম্মদ?

মহম্মদ। হাঁ জনাব!

রামদাস। হঠাৎ এইখানে?

মহম্মদ। আপনাকে খুঁজতে।

রাম। কেন?

মহম্মদ। আমার একটা আরজ আছে।

রামদাস। কি আরজ?

মহম্মদ। আরজ এই যে আমি হিন্দুদের দ্বরজায়, দ্বরজায় ফিরেছি, কেউ আমায় ঠাঁই দেয় না, অপরাধ আমার,—আমি যবন।

রামদাস। তার জন্য দুঃখ কর না মহম্মদ! তারা ঠাঁই না দিক, আমি ত তোমায় স্থান দিয়েছি।

মহম্মদ। তা'রা দেবে না কেন? এই কি উদার হিন্দুধর্ম্ম? আপনি বলেন হিন্দুধর্ম্মের মূল কথা সর্ব্বভূতে নারায়ণ দর্শন। এই কি তাই।

রামদাস। ধর্ম্মের নিগুঢ় মর্ম্ম যাহাই হোক; মানুষ দোষ দুর্ব্বলতার মধ্যে দিয়েই নিজের জীবন গঠিত করে তুলেছে। হিন্দুরা যদি আজ যবন বলে কা'কেও ঘৃণার চোখে দেখে থাকে সে হিন্দুদের একার দোষ নহে মহম্মদ! তোমাদের জাতির পূর্ব্ব পুরুষ মহম্মদ বীন কাসেম যে দিন প্রথম ভারভবর্ষে পদার্পণ করেন সে দিন হতেই ভারতের উপর দিয়ে একটা প্রলয় বয়ে

যাচ্ছে। সেই প্রলয় লীলার প্রথম আঘাত কোটি কোটি হিন্দুর পূজিত, শত শতাব্দির স্মৃতি চর্চ্চিত সোমনাথের মস্তকের উপর পতিত হয়। সেই যে আরম্ভ তার এখনো শেষ হয় নি। চেয়ে দেখ মহম্মদ, হিন্দুর কীর্ত্তি, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর দেবতা প্রত্যহ লাঞ্ছিত হচ্ছে। যে হিন্দুগণ হূণ, শক পল্লভকে ঠাঁই দিয়ে আপন করে নিয়েছে আজ তারা নিতান্ত মর্ম্মবেদনায় মুসলমানকে প্রত্যাখ্যান কচ্ছে। মহম্মদ মস্‌জিদের আজান ধ্বনি মন্দিরের মন্ত্রপাঠ কি একই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উদীরিত হয় না ; মহম্মদ, তোমার মন পবিত্র, তোমার দেহ পবিত্র, তুমি হিন্দুও নও, যবন ও নও, তুমি মুক্ত পুরুষ। শ্রীভগবান তোমাকে দুহাত বাড়িয়ে কোলে নেবেন, তোমার ঠাঁইয়ের অভাব কি ?

মহম্মদ। বান্দা নিজের ঠাঁইয়ের জন্য হুজুরের কাছে আরজ কর্ত্তে আসিনি, এসেছিলাম মুসলমানদের উপর হিন্দুদের যে বিদ্বেষ জন্মাচ্ছে তা দূর কর্ব্বার জন্য।

রামদাস। মহম্মদ, শুধু তুচ্ছ কারণে এত বড় একটা জাতির মন বিগড়ে যেতে পারে না। যে হিন্দুগণ একদিন দিল্লীর উদার সম্রাট আকবরশাকে—"দিল্লীশ্বর ও বা জগদীশ্বর বলে সম্বর্দ্ধনা করেছে আজ তা'রা কত অত্যাচারে লাঞ্ছিত হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পানে রক্তচক্ষু তুলে' চাইছে তা' কি বুঝতে পাচ্ছ না ?

মহম্মদ। বুঝতে পেরেছি জনাব। আমার আর কোন ক্ষোভ নেই। আজ হ'তে আমি মুসলমানদের দুয়ারে দুয়ারে ফিরব, দেখি এই দু'টি জাতিকে এক কর্ত্তে পারি কি না।

রামদাস। তোমার অভিলাষ পূর্ণহোক।

মহম্মদ। যাই, আমার আদাব গ্রহণ করুন। বন্দেগি!

[প্রস্থান]

রামদাস। সাধুপুরুষ এই শেক মহম্মদ। হরিনামে পাগল হয়ে ওঠে। বিটোবা দেবের এমন ভক্ত সেবক হিন্দুদের মধ্যেও দু'জন মিলে না।

[দত্তুর প্রবেশ]

দত্তু। পদ্ম ফুল কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না প্রভু।

রামদাস। বৎস দত্তু! আবার খুঁজে দেখ, যেমন করে হোক, আমার জন্য দু'টি কমল নিয়ে এস, আমি কমল আঁখির উদ্দেশে নিবেদন করি।

দত্তু। যাই, প্রভু। [প্রস্থান]

রামদাস। দত্তু হীন বংশে জন্মেছে বটে, কিন্তু তার হৃদয় মধ্যে যে অনাবিল ভগবদ্‌ভক্তি রয়েছে তা অতুলনীয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়! তোমরা উচ্চ বংশে জন্মেছ বলে স্পর্দ্ধাকর, কিন্তু আমি স্পর্দ্ধা করে বল্‌তে পারি এই নীচ বংশোদ্ভব দত্তুর মহৎ প্রাণের কাছে তোমাকে নিশ্চয় পরাজয় স্বীকার কর্ত্তে হবে।

[কল্যাণের প্রবেশ]

রামদাস। সংবাদ কি কল্যাণ?

কল্যাণ। সংবাদ তেমন শুভ নয়।

রামদাস। শুভ নয়? আমার শিবাজীর কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে?

কল্যাণ। অমঙ্গল ঘটেনি। তবে তার সূচনা হয়েছে।

রামদাস। কি রকম?

কল্যাণ। সায়েস্থাখাঁর শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজের শিবাজীর বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী সহ অম্বরাধিপতি জয়সিংহকে পাঠিয়েছেন।

রামদাস। তা জানি কল্যাণ!

কল্যাণ। জয়সিংহ মহারাষ্ট্র শক্তিকে বিদ্ধস্ত করে তুলেছেন; অনেকগুলি দুর্গ মোগলের অধিকারে গেছে।

রামদাস। যাবে না? হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতার বিঘ্নকারী আওরঙ্গজেব বাদসার হিতের জন্য হিন্দুর মস্তক লক্ষ্য করে তরবার তুলেছে, দেবতার অভিশাপ আস্‌বে না,—হিন্দু রাজ্য কি করে' গড়ে উঠবে?

কল্যাণ। শিবাজী নানা দিক চিন্তা করে জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করেছেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বার উদ্দেশে তিনি দিল্লী যাত্রা করেছেন। তাই মাতা

জিজাবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রামদাস। কল্যাণ, তোমরা আমার শিষ্য সেবক সকলে ছদ্মবেশে শিবাজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে যাও। সাবধান আমার শিবাজীর যেন কোন অকল্যাণ না হয়।

কল্যাণ। যে আজ্ঞে প্রভু।

রাম। ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম, মঙ্গল হৌক, মঙ্গল হৌক।

হে স্বর্ণ লঙ্কা বিজয়ী সূর্য্যবংশের উজ্জ্বল বিবস্বান! ভারতের এই অন্ধযুগ অপসারি তোমার তেজোবিভা উদ্ভাসিত করে তোল! ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পথ। দিল্লী। কাল—সন্ধ্যা।

প্রদীপ হস্তে শিবাজী, রামসিংহ ও তানাজী।

রামসিংহ। ঐ উচ্চ ভূমির উপর, ঐযে যে গুম্বজ দেখছেন এইটিই দিল্লীর প্রসিদ্ধ পীরের সমাধি মন্দির, ঐ খানেই দীপ দান করুন।

শিবাজী। রাজকুমার রামসিংহ! আপনি হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছেন, আমি হিন্দু হয়ে কেন মুসলমান পীরের সমাধি মন্দিরে

প্রদীপ জ্বলিয়ে দিচ্ছি, হয়ত মনে কচ্ছেন, মুসলমানের রাজধানীতে এসে তাদের মন রাখবার জন্য একটা রঙ্গ দেখাচ্ছি।

রামসিংহ। সত্যই আমি কিছু আশ্চর্য্য হয়েছি। আমার ধারণা, এই ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কেউ যদি মুসলমান বিদ্বেষ্টা থাকেন, তিনি মহারাজ শিবাজী।

শিবাজী। ত'হলে শিবাজী সম্পর্কে কুমার একটা ভুল ধারণা পোষন করে আসছেন। শিবাজী বীরের উপাসক। যে'খানে মহৎপ্রাণ দেখে হিন্দু, মুসলমান ভেদ না করে জাতিবর্ণ বিচার না করে শিবাজী মস্তক নত করে। একটু অপেক্ষা করুন। দীপটা দিয়ে আসি। [প্রস্থান]

রামসিংহ। সেনাপতি তানাজী! এতদিন পরে বুঝ্তে পার্লেম পিতা কেন যেচে এই তেজস্বী শূরের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করেছেন।

তানাজি। যিনি সম্মান ভাজন তিনি মানীর মানকে কখনো তাচ্ছল্য করেন না।

[শিবাজীর প্রবেশ]

শিবাজী। সত্য কুমার সমাধি মন্দিরের সম্মুখে যেতেই সর্ব্বাঙ্গ আমার শিহরে উঠ্ল।

তানাজি। দেখুন কুমার? সন্ধ্যার ম্লান আলোকে কুতুব মিনারকে একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দেখাচ্ছে।

রামসিংহ। হিন্দুর দুর্ভাগ্য—হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের এই গগনস্পর্দ্ধী অতল কীর্ত্তি স্তম্ভ আজ মুসলমান সম্রাট সহাবুদ্দিন মহাম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিনের নামে খ্যাত হচ্ছে!

তানাজি। কুতুবুদ্দিনও ত সম্রাট হয়ে ছিলেন।

রামসিংহ। হোন সম্রাট্ কিন্তু তিনি যে একজন ক্রীতদাস সে নাম কিছুতেই ঘুচাতে পারেন নি।—তাঁর বংশ দাসবংশ নামেই খ্যাত।

শিবাজী। সম্রাটের শক্তি যাঁর মধ্যে বর্ত্তমান তাঁকে কি ক্রীতদাস বলে অবজ্ঞা করা সমীচীন? শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল গুহকের সঙ্গে মিতালী করেছিলেন, শ্রীভগবান ভৃগু পদচিহ্ন বুক পেতে নিয়েছেন, কুমার! মনুষ্যত্বের পূজা কর্ত্তে ভগবান কখনো দ্বিধা করেন না, মানুষ কেন তা'তে নানা বাধা স্থষ্টি করে পরাঙ্মুখ হয়?

রামসিংহ। শিবাজী মহারাজ, অপনার সঙ্গে যতই আলাপ হচ্ছে আপনার উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে ততই মুগ্ধ হচ্ছি।

শিবাজী। সম্মুখে, এ যে প্রকাণ্ড মসজিদ্ দেখছি, ওটা কোন মসজিদ্?

রামসিংহ। হতভাগ্য সম্রাট সাজাহানের কীর্ত্তি জামা-মস্‌জিদ।

লক্ষ আস্‌রফি ব্যয়ে ছয় হাজার লোক ছয় বৎসরে এই মস্‌জিদের গঠন সম্পূর্ণ করে।

শিবাজী। সুন্দর মসজিদ। চলুন মসজিদ্‌টা ভাল করে দেখে আসি। তানাজি পাদুকা খুলে ফেল।

রামসিংহ। পাদুকা খুলতে হবে কেন?

শিবাজী। দেবালয়ে যাচ্ছি, পাদুকা খুল্‌তে হবে না।

রামসিংহ। এই কি দেবালয়।

শিবাজী। হাঁ। এ ত দেবালয়। হিন্দু ও মুসলমানের কি একই পরমেশ্বর নহে কুমার?

রামসিংহ। বিস্ময়ে আমায় অভিভূত করে' তুল্লেন। এই কি সেই যা'কে দিল্লীর সকলে শঠ, কপট পরস্বাপহারী পরদ্রোহী পার্ব্বত্য দস্যু বলে ঘৃণা কর্ত্ত?

[রহিমের প্রবেশ]

রহিম। [কুর্ণিশ করিয়া] সংবাদ সত্য কুমার বাহাদুর! সম্রাট সাজিহানের মৃত্যু হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব আগ্রায় চলে গেছেন।

রামসিংহ। শিবাজী মহারাজ! তবে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। এইখানে আসা ব্যর্থ হল। এই সংবাদ আমি পথে শুনেছিলাম। দিল্লীর প্রায় সকল সংবাদই রহস্যজালে আবৃত

বলে রহিমকে সঠিক সংবাদ জানাবার জন্য পাঠিয়েছিলাম। চলুন, আমরা কালই রওনা হই।

শিবাজী। এতদূর এলাম যখন যোগমায়া দেবীর শ্রীচরণটা একবার দেখে যাব। মায়ের মন্দির এখান থেকে কতদূর ?

রামসিংহ। বেশী দূর নয়। তাই হবে। চলুন।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—যমুনা তীর। কাল—সন্ধ্যা

গাইতে গাইতে কল্যাণের প্রবেশ

গীত

বাঁশী ত বাজে না, কেন বহিছ যমুনা
আবেগ ভরে ?
শূন্য পুলিন নাহি প্রাণ ধন,
আকুল পরাণে ডাকিছ কাহারে ?
পল্লব ঘন, তমাল বন,
ঘিরেছে গভীর আঁধারে ?
হিয়াটি দলিয়া সে গেছে চলিয়া
আর কি আসিবে ফিরে ?

পারনি ত যমুনা রাখিতে
তাহারি বাঁধিয়া,—
কুলু কুলু করি কেন বিফলে
মরিছ কাঁদিয়া,—
ওগো সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া
সে যে গো আছে অতি সুদূরে।

কল্যাণ। এই যমুনায় এলে অতীতের কত কথা মনে পড়ে! এম্‌নি মেঘ লেশহীন নির্ম্মল নীল আকাশ, স্তিমিত নক্ষত্রালোক-দীপ্ত যমুনার বক্ষে বিলোল জ্যোৎস্নার উৎসব চলেছে; যমুনা পুলিন মুখর করে মধুর মুরলী বেজে উঠ্‌ল, ধীরে ধীরে সেই কান্ত পুরুষের অচঞ্চল ছায়া যমুনার স্বচ্ছ সলিলের উপর চঞ্চল হয়ে ভাসতে লাগল, গোকুলের বুকে টন্‌ক' পড়ল, ঘরে আর কা'রো মন রয় না! সেই সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দরের উদ্দেশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল। তাকে পেতে হলে এমনি করেই ত সব বন্ধন 'টুটে' দিয়ে ছুটতে হবে। হা নারায়ণ, আকিঞ্চনের আশা পূর্ণ হবে কি?

নেপথ্যে—বংশীধ্বনি।

তা'রা এসে পৌছেছে। আমি ও বংশীধ্বনি করে তাদের জানিয়ে দিই। [বংশীধ্বনি]

[পাঁচজন ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

কল্যাণ। তোমাদের সকলের বস্ত্র মধ্যে তরবার লুক্কাইত আছে ?

প্রঃ ছদ্ম। আছে।

কল্যাণ। সাবধান সকলের অলক্ষ্যে আগ্রা প্রবেশ কর। স্বামীজির আজ্ঞা,—শিবাজীকে যেমন করে হোক উদ্ধার কর্ত্তে হবে। এতে হয়ত প্রাণ দিতে হবে। তা'র জন্য সকলে প্রস্তুত হও।

দ্বিঃ ছদ্ম। আমরা প্রাণ দেব বলেই এসেছি।

কল্যাণ। রাত্রি হয়ে এসেছে, এই সুযোগ। অন্ধকারের আবরণে অঙ্গ আবরিয়ে চল অগ্রসর হই। জয় গুরুদেব !

সকলে। জয় গুরুদেব।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ কক্ষ। কাল—রাত্রি।

সম্রাট আওরঙ্গজেব্, ইয়াকুৎ ও ওম্‌রাওগণ।

আওরঙ্গজেব্। পার্ব্বত্য মুষিকটাকে অত বড় প্রাসাদ তুল্য গৃহে না রেখে একখানা ছোট্ট কুটরীতে রাখ্‌লে তার পক্ষে শোভন হত।

প্রঃ ওমরাও। সম্রাটের মেহেরবাণী।

ইয়াকুৎ। মেহেরবাণী না শয়তানী?

আওরঙ্গজেব। ইয়াকুৎ, তোমায় মেহেরবাণী করে বল তোমার শয়তানী ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে।

ইয়াকুৎ। তা' হবে জাঁহাপনা! সৎসঙ্গের ফল কিনা, হবে না কেন?

আওরঙ্গজেব। শয়তানী কি দেখলে ইয়াকুৎ?

ইয়াকুৎ। কিছুই দেখিনি জাঁহাপনা! শিবাজীর মত এমন চক্ষুষ্মান লোক দেখতে পেলে না, আমরা ত অন্ধ।

আওরঙ্গজেব। শিবাজী খুব চক্ষুষ্মান নাকি—

ইয়াকুৎ। লোকে ত বলে।

আওরঙ্গজেব। লোকে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে।

ওম্‌রাওগণ। তা' বৈ কি—তা' বৈ কি!—

ইয়াকুৎ। কিন্তু জাঁহাপনা! এ ছেলেটা নেহাৎ কাণা নয়। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে তা'র মা বাপ আদর করে; কিন্তু শত্রু মিত্র সকলেই এই ছেলেটাকে চক্ষুষ্মান বলে ভয় কচ্ছে।

আওরঙ্গজেব। কচ্ছে নাকি।

ইয়াকুৎ। যদি ভয় না করে তবে এত কৌশলের কি প্রয়োজন?

আওরঙ্গজেব। কি কৌশল ইয়াকুৎ? তুমি সাবধানে কথা কও; আওরঙ্গজেব কৌশল জানে না। সে ইস্‌লামের সরল ভক্ত; যে এই ইসলামের ইজ্জৎ নষ্ট কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে তা'কে ক্ষমা করেনি; হোক সে ভ্রাতা, হোক সে পিতা। সরলভাবে তা'দের শাস্তি দিয়েছে।

ইয়াকুৎ। আমাকে না হয় ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে রাখলেন জনাব! কিন্তু বাহিরের জন-মতকে চোখ রাঙিয়ে চুপ করিয়ে রাখতে পাচ্ছেন কৈ?

আওরঙ্গজেব। জনমত কি বল্‌ছে?

ইয়াকুৎ। জনমত এই বল্‌ছে যে সম্রাট আওরঙ্গজেব মিথ্যা সন্ধির ছল করে শিবাজীকে বন্দী করেছেন, এবং যখন সুযোগ পাবেন তা'কে গোয়ালিয়াড় দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে হতভাগ্য বাদশাজাদা মুরাদের জীবন লীলার অভিনয় দেখাবেন।

ওম্‌রাওগণ। চুপ, চুপ।

ইয়াকুৎ। ওম্‌রাওগণ! ইয়াকুৎ দুনিয়াতে কা'কেও ভয় করে না। সেও সরল মুসলমান, একমাত্র খোদার কাছে সে শির নত করে। সম্রাট তাঁর ভাড়া করা তরবারি গুলি এই দীন ফকিরের মস্তক লক্ষ্য করে তুলতে পারেন, কিন্তু আখেরে একদিন তাঁকেও যিনি দুনিয়ার মালিক, সম্রাটের সম্রাট, পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা তাঁর কাছে শির নত করে দাঁড়াতে হবে।

আওরঙ্গজেব। সত্য ইয়াকুৎ সরল মুসলমান বলে আমি তোমায় সমাদর করি।

ইয়াকুৎ। সম্রাটের মেহেরবাণী।

আওরঙ্গজেব। ইয়াকুৎ, সত্যই কি জনমত বল্‌ছে যে আমি শিবাজীকে হত্যা করাব?

ইয়াকুৎ। তা' বল্‌ছে জাঁহাপনা।

আওরঙ্গজেব। এখন হত্যা কচ্ছি না কেন?

ইয়াকুৎ। কেন? কেমন করে' জনাব? হয়ত জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহকে ভয় কচ্ছেন।

আওরঙ্গজেব। যিনি ভারতের শক্তিমান সম্রাট সাজাহানকে ভয় করেন নি, যিনি দারা সেকোর বিপুলবাহিনীর সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কাফের জয়সিংহ, যশোবন্তসিংহকে তিনি ভয় করেন? ইয়াকুৎ, তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। আওরঙ্গজেব সরল মুসলমান; যদি শিবাজী সম্বন্ধে ছলনা কচ্ছি বলে জনমত হয়; আমি তা'কে কালই হত্যা করাব।

[কুর্ণিশ করিয়া রামসিংহের প্রবেশ]

রামসিংহ। কা'কে হত্যা করাবেন সম্রাট?

আওরঙ্গজেব। শিবাজীকে।

রামসিংহ। সে কি?

আওরঙ্গজেব। হাঁ রামসিংহ!

রামসিংহ। তবে কি সন্ধির কথা একেটা মিথ্যা ছল ?

আওরঙ্গজেব। হাঁ, মিথ্যা একটা ছল।

রামসিংহ। কিন্তু সম্রাট ! শিবাজীর মস্তকের জন্য আমার পিতার মস্তক জামিন আছে।

আওরঙ্গজেব। কুমার রামসিংহ, তুমি ছেলেমানুষ, তাই নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কথা কইছ। সম্রাট আওরঙ্গজেব এই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে কত পুত্র পিতৃহারা হয়েছে তা' বোধহয় তোমার অজানা নাই।

রামসিংহ। তা' নেই জনাব ? কিন্তু একটা বিশ্বাস—

আওরঙ্গজেব। বিশ্বাস ? সে ত একটা মনের দুর্ব্বল সংস্কার মাত্র।

রামসিংহ। সম্রাট ? সত্যই আমি নির্ব্বোধ, আপনার কুটিল রাজনীতি বুঝ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আমার তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতা হতে আমি দেখতে পাচ্ছি,—আপনি আপনার সাম্রাজ্য নিতান্ত চোরা বালির উপর গঠিত কচ্ছেন জাঁহাপনা ? জানি আপনি ভ্রাতৃরক্তের কর্দ্দমের উপর সিংহাসন স্থাপিত করেছেন, জানি, আপনি সরল উদার সম্রাট সাজাহানকে সিংহাসনের লোভে পিতা বলে ক্ষমা করেন নি। কিন্তু আমার সর্ব্বজন প্রিয় পিতা ত তেমন কোন অপরাধ করেন নি। আজন্মকালের প্রভুভক্ত সেবকের উপর একি ব্যবহার ?—

আওরঙ্গজেব। কুমার? শিবাজীকে বলি দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তা' না হয় তোমার পিতার উপর এতটা অন্যায় আমি কর্ত্তেন না। পৃথিবীতে একটা ধর্ম্ম থাকবে,—সে ইস্‌লাম, একটা জাতি থাকবে,—সে মুসলমান। কাফের শিবাজী মাথা তুলে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাই তার মস্তকের প্রয়োজন হয়েছে।

রামসিংহ। পিতা জয়সিংহও আপনার আজ্ঞাধীন এই দাসও ত সেই কাফের।

আওরঙ্গজেব। হোক। যা'রা দাস তা'দের মস্তক ত উঁচুতে ওঠে না।

রামসিংহ। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা? আপনার এই সরল উক্তির জন্য আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ। কিন্তু জানবেন জাঁহাপনা! আপনার এই স্বেচ্ছাচার অবনত মস্তকে পিতা জয়সিংহ কখনো সইবেন না। বেয়াদপি মাপ কর্ব্বেন জনাব? যেদিন জানব শিবাজীর রক্তে গোয়ালিয়াড় দুর্গের প্রাচীর রঞ্জিত হয়েছে সেদিন লাঞ্ছিত হিন্দু জাতির পক্ষ হ'তে এই রামসিংহ বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। দেখি মোগলের তরবার কত শক্তি রাখে। যাই জনাব? আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান]

আওরঙ্গজেব। কি রকম? ইয়াকুৎ?

ইয়াকুৎ। জাঁহাপনা? একটা অভিনয়।

আওরঙ্গজেব। সত্য বলেছ, একটা অভিনয় বটে। মুমূর্ষু হিন্দু জাতি মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে আর মাঝে মাঝে দু' একটা আড়মোড়া খাচ্ছে। কিন্তু সত্বরই আমাকে একটা বড় রকম অভিনয়ে নাব্‌তে হবে।

ইয়াকুৎ। তা' জানি।

আওরঙ্গজেব। কি জান?

ইয়াকুৎ। জানি, আপনি রঙ্গমঞ্চে নেমে একটা পার্ব্বত্য মুষিক বধ কর্ব্বেন।

আওরঙ্গজেব। হোঃ, হোঃ, হোঃ। তুমি সত্যই বলেছ, যা'র তরবারি ভারতের বড় বড় মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেছে সে একটা মুষিক বধ কর্ব্বে। অভিনয় ত বটে। হোঃ, হোঃ, হোঃ।

ওমরাওগণ। হোঃ, হোঃ, হোঃ। মজার অভিনয়।

[কুর্ণিশ করিতে করিতে তানাজির প্রবেশ]

তানাজি। শাহানশা বাদ্‌সা মহামান্য আলমগীরের জয় হৌক।

আওরঙ্গজেব। কি চাও তুমি তানাজি?

তানাজি। শিবাজী মহারাজ জাঁহাপনার কাছে একটা নিবেদন পাঠিয়েছেন।

আওরঙ্গজেব। কি নিবেদন?

তানাজি। নিবেদন এই যে আগ্রার জল বায়ু শিবাজী

মহারাজের সহযাত্রীগণের সহ্য হচ্ছে না, তাই তাহাদের আগ্রা ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা কচ্ছেন। মহারাজ নিজেও পীড়িত, তবু তিনি তাঁর পুত্র শম্ভূজিকে নিয়ে আগ্রাতেই থাকবেন।

আওরঙ্গজেব। বেশ। তিনি একাই থাকুন, আমার কোন আপত্তি নেই, অন্য সহযাত্রীগণ দিল্লী ত্যাগ কর্ত্তে পারেন।

তানাজি। জাঁহাপনার জয় হৌক। [প্রস্থান]

আওরঙ্গজেব। খোদা, খোদা? তুমিই সত্য। ইয়াকুৎ, দেখ এই দুষ্মনকে ধ্বংস কর্ব্বার কেমন সুযোগ খোদা করে দিলেন। অন্য সব চলে যাবে শিবাজী একাই থাকবে। ভারি মজা হবে। তোমরা যাও আমার নেমাজের সময় হল। খোদা—খোদা—তুমিই সত্য।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ-দ্বার।

দুইজন প্রহরী।

প্রঃ প্রহরী। তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও আমি এখানে একটু নিদ্ যাই। তা' না হয়, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে

পাহারা দাও আমি ওখানে নিদ্ যাই। এই ভাবে পালা করে রাত ভোর হুঁসিয়ারী কর্ব্ব।

দ্বিঃ প্রহরী। বহুৎ আচ্ছা। আজ রাতটা কোন রকমে কাটাতে পার্লে, ব্যস্। রাত্তিরও ভোর, শিবাজীর জীবনেরও ভোর।

প্রঃ প্রহরী। আচ্ছা ভাই, এৎনা বকত দিন্‌রাত পাহারা বসিয়ে শিবাজীকে বাঁচিয়ে রাখবার কি দরকার ছিল? এক দমে কতুল্ করে দিলে হত না?

দ্বিঃ প্রহরী। বাদসাহী চাল আমরা কি সম্‌ঝাব বল? শিবাজী বিমারে পড়েছিল, তাই বুঝি খুন্ করে নি! বিমারে মারা পর্লে লেঠা চুকে যেত।

প্রঃ প্রহরী। কাল ত মর্ত্তে হবে হতভাগাটার কিন্তু বিমার ভাল হয়েছে বলে কেৎসা ফুর্ত্তি? ঝুড়ি ঝুড়ি শুধু সিন্নিই পাঠাচ্ছে। যত বেটা মোল্লারা খেয়ে খেয়ে বদ্‌হজমে পড়েছে। আর আমরা দু'বেলা পাহারা দিচ্ছি, আমাদের বরাত শুধু ফ্যেল্ ফ্যেল্ করে চেয়ে থাকা।

দ্বিঃ প্রহরী। বরাত! বরাত!

প্রঃ প্রহরী। আজ রাত্তিরে যদি কোন দরগায় সিন্নি পাঠায় কেড়ে নেব। কি বল ভেইয়া?

দ্বিঃ প্রহরী। তোবা, তোবা! দরগার সিন্নির উপর লোভ কর্ত্তে নেই।

[শিবাজীর দুইজন অনুচরের প্রবেশ]

প্রঃ প্রহরী। খবরদার! কে বাবা তোমরা সোণার চাঁদ? এই রাত দুপুরে কোন ঘরে হানা দেবে?

প্রঃ অনুচর। তোমাদেরি সন্ধানে এসেছি ভাই।

দ্বিঃ প্রহরী। কেন? পালাবার মতলব কিছু ফাঁদছ নাকি? আমাদের দু'ভাইকে দেখছ ত? কেমন ষণ্ডা, ক্যেসা জোয়ান! হেথায় কোন কারসাজি খাট্‌বে না প্রাণ!

প্রঃ প্রহরী। দূর হতভাগা, চুপ কর না। আরে ভেইয়া, তোমার হাতে ও কিসের ভাণ্ড।

দ্বিঃ অনুচর। কি আর বোলব! তোমরা আমাদিগকে ভাগিয়েই দিচ্ছ। শিবাজী মহারাজ আমাদিগকে বলে দিলেন যে—'আমি আরোগ্য লাভ করে' সকল দরগায় সিন্নি দিলাম, আমার দু'জন প্রহরী যে এত কষ্ট করে রাত দিন জেগে জেগে আমার পাহারা দিচ্ছে তা'দিগকে এই পর্য্যন্ত কিছুই দেওয়া হয় নি। তোমরা যাও, সোলেমানের দরগায় আমার দু'টি বড় সিন্নি যাওয়ার পূর্ব্বে তা'দিগকে আচ্ছা করে খিলায় দাও'।

প্রঃ প্রহরী। বহুৎ আচ্ছা আদ্‌মী তোমাদের মহারাজ! বহুৎ মেহের বাণী!

দ্বিঃ প্রহরী। বরাত, বরাত।

প্রঃ প্রহরী। সোলেমানের দরগায় বহুৎ উম্‌দা সিন্নি যাকে বুঝি ?

প্রঃ অনুচর। হাঁ ভাই, এই আখেরি সিন্নি ; এই সিন্নিতে মহারাজের হাজার সিক্কা রুপেয়া খরচ।

দ্বিঃ প্রহরী। আখেরি সিন্নিই বটে।

প্রঃ প্রহরী। চোপরাও, চোপরাও। বাজে বকিস না। কি এনেছ দাও ভাই, আমার জিহ্বা জলে টল্ টল্ কচ্ছে।

দ্বিঃ অনুচর। এই নাও ভাই, পেট পুরে খাও, আর আমাদের মহারাজকে দোয়া কর।

দ্বিঃ প্রহরী। দোয়া খুব কচ্ছি। আখেরে তার গতি হো'ক।

প্রঃ অনুচর। তোমরা বসে বসে খাও। আমরা যাই ভাই, আবার সিন্নি নিয়ে বেরুতে হবে। [উভয়ের প্রস্থান]

প্রঃ অনুচর। [খাইতে খাইতে] আরে ভাই, এ কি ?

দ্বিঃ প্রহরী। রস্‌করা।

প্রঃ অনুচর। রস্‌করা না মস্‌করা ? চিবুতে চিবুতে জিভে যে পড়্‌ছে কড়া।

[প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়ি মস্তকে লইয়া শিবাজীর অনুচরগণ চলিয়া গেল]

প্রঃ প্রহরী। কেৎনা বড়া ঝুড়ি ! মোল্লাদের দু'বছরের যোগাড় হয়ে গেল।

দ্বিঃ প্রহরী। ইয়ে লাড্ডু, ইয়ে পেঁড়া, খা'লে, খা'লে ভেইয়া, দিল্ খোস্ হোই যায়গা।

প্রঃ প্রহরী। সব বেটারা ভেগে গেল নাকি? ঘরের ভিতর সাড়া, শব্দ নেই যে।

দ্বিঃ প্রহরী। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে দেখ্ দেখি।

প্রঃ প্রহরী। আমি খাচ্ছি, তুই দেখ্ না।

দ্বিঃ প্রহরী। আমি কি না খেয়ে বসে আছি, তুই দেখ না।

প্রঃ প্রহরী। তবে চল, দুজনেই দেখি।

দ্বিঃ প্রহরী। তাই চল।

[উভয়ে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল]

উভয়ে। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

প্রঃ প্রহরী। দ্বরজা খোল্, দ্বরজা খোল্।

দ্বিঃ প্রহরী। আরে ভেইয়া, দ্বরজা? আমার ভেউ, ভেউ করে কাঁদতে ইচ্ছা কচ্ছে। সব কটাই ভেগেছেরে ভেগেছে। সম্রাটের কাছে খবর দে।

প্রঃ প্রহরী। খবর দিলে আমাদের গর্দ্দান দিতে হবে। চল পালাই।

দ্বিঃ প্রহরী। কম্‌নে পালাবি?

প্রঃ প্রহরী। সোঝা চল, আঁখ দুনকো সাম্‌না যে যো সরক্ মিল যায়গা, ঐ সরক সে চল।

ছিঃ প্রহরী। তাই চল, তাই চল। হো, হো। ঐ বড়া ঝুড়িকো বিস্‌মে দোনো দুষমন বঠ্‌কে ভাগ গেয়া হ্যা। হো, হো—

[উভয়ের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান--রামদাস স্বামীর আশ্রম। কাল-প্রভাত।

রামদাস।

রামদাস। 'সালেহার' যুদ্ধ জয় ভারতের বিজয়লক্ষ্মীর ম্লানদ্যুতি ললাটকে অপূর্ব্ব কিরণে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। এমন প্রচণ্ড আঘাত মোগলের মস্তকে আর কখনো পড়েনি। মোগলের কবল হতে মুক্ত হয়ে শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যে দাবানল জ্বেলেছে। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দুর্গ আজ মোগলের হস্তচ্যুত। দীর্ঘায়ু হও শিবাজী! নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। পরাজয়ের সংবাদ শুনে শুনে আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। উন্মাদের মত সে এই ভারতের বক্ষ হতে বিশাল হিন্দুজাতিকে মুছে

ফেলবার জন্য ছুটেছে।—হিন্দুর শ্লাঘার সর্ব্বস্ব বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির, হিন্দুর জ্ঞানস্তূপ, পাঠাগার, হিন্দুর যজ্ঞশালা আওরঙ্গজেবের খড়্গাঘাতে আজ ধূলায় গড়াচ্ছে! হে নারায়ণ! তোমার অবতার গ্রহণের লীলাভূমি অযোধ্যা মোগলের পাদুকা প্রহারে জর্জ্জরিত, তোমার কীর্ত্তিমুখর সরযূর জলকল্লোল আর নৈশ নীরবতার মধ্যে দিয়ে করুণ সঙ্গীত তোলে না, রাত দিন যেন তার বুকে একটা হাহাকার শ্বসিয়ে উঠ্‌ছে। জানি, আর্ত্তের ক্রন্দনে হে ভগবান! তোমার সিংহাসন টলে যায়, তাই, বুঝি সর্ব্বত্র সংহার মূর্ত্তিতে প্রকট হয়ে উঠ্‌ছ।

[শিবাজীর প্রবেশ]

শিবাজী। গুরুদেব! গুরুদেব! প্রভু! দেবতা! [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম]

রামদাস। বৎস! প্রিয়তম! অভিষেকের রাজটীকা ললাটে পরে, মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করে এসছ বৎস! দাঁড়াও, আমি একবার চোখভরে তোমার রাজশ্রী দেখি।

শিবাজী। প্রভু! এ দাস, এই রাজমুকুট আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ কর্ত্তে এসেছে।

রামদাস। সে কি বৎস? তোমার মস্তকে এই উজ্জ্বল মুকুট কেমন শ্রী ধারণ করেছে। সন্ন্যাসী উদাসীনের পদপ্রান্তে ফেলে তার দুর্গতি করা কেন? বৎস! সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র, জীবন

তোমার সীমাবদ্ধ। ভাবের আবেশে এই স্বল্প সময়টুকু নষ্ট কর না।

শিবাজী! আর পাচ্ছি না প্রভু! এই দু'টি বাহুতে কি শক্তি আছে? দাক্ষিণাত্যের শ্যামল ভূমিকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছি! কিন্তু কি ফল লাভ হল?

রামদাস। অসমাপ্ত কর্ম্মক্ষেত্র পশ্চাতে ফেলে রেখে একি বৈরাগ্য তোমার বৎস? নিষ্কাম হয়ে কর্ম্ম কর, ফলভাগ নারায়ণকে সমর্পণ করে,—

শিবাজী। প্রভু! এতদিন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাণ ঢেলে দিয়ে কি কর্লেম? ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কর্ত্তে পার্লেম কৈ? এখনো এই ভারতের বক্ষের উপর দিয়ে মোগল পাঠান তা'দের অত্যাচারের রক্তাক্ত অসি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, এখনো হিন্দুর দেবধর্ম্ম প্রতি পলে লাঞ্ছিত হচ্ছে, আর সে লাঞ্ছনার সাহায্য কচ্ছি,—আমরা হিন্দুরা। এই অযোগ্য হস্ত হতে আপনি রাজদণ্ড ফিরিয়ে নিউন। আমি বৈরাগ্য নেব প্রভু! জীবনের কয়টা দিন দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরে কাটিয়ে দেব।

রামদাস। বৎস! কার্য্যের সূচনায় কেউ ফললাভের আশা করে না। তুমি কার্য্যের সূচনা করেছ, তোমার পরবর্ত্তীরা এর ফলভাগী হবে।

শিবাজী। প্রভু! ক্লান্তি এসে দেহকে আক্রমণ করেছে; সিংহগড়ের যুদ্ধে সহোদর প্রতিম তানাজিকে হারিয়েছি,—আমার একটা বাহু ভেঙ্গে পড়েছে। যম-দ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদীর কল্লোল শুনতে পাচ্ছি, বুক ভরা উৎসাহ নিয়ে, তরুণ প্রাণে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছিলাম;—আজ ব্যথায় বুক ভরে গেছে, প্রাণেও স্থবিরতা এসেছে, আমায় অবসর দিউন প্রভু!

রামদাস। অবসাদ ঝেড়ে ফেল বৎস! এক তানাজি গেছে, শত তানাজি মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌বে। কিসের ব্যথা? কেন ঔদাসিন্য? ভারতের হিন্দুদের মধ্যে আজ চারিদিকে সাড়া পড়েছে;—আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত আজ সমস্ত হিন্দুগণ গা ঝাড়া দিয়ে মাথা তুলেছে।—হোথায় মেওয়ারে রাণা রাজসিংহের ভৈরব আহ্বানে সমস্ত রাজপুত বীর তাদের অলস নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়েছে, পঞ্চনদের পুণ্যক্ষেত্রে শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুরের পূত শোনিতের টীকা ললাটে ধারণ করে এক অপূর্ব্ব শৌর্য্যবান সম্প্রদায় কৃপাণ হস্তে গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে গড়ে উঠ্‌ছে। হেথায় তোমার অলৌকিক উদ্দীপনায় তেজস্মান মারাঠাগণ বুক ফুলিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের পানে ধেয়ে চলেছে। কেন বিষাদের গভীর কালিমাকে নিরর্থক হৃদয় মধ্যে রেখা টান্‌তে দিচ্ছ?

শিবাজী। প্রভু! শুধু অবসাদ নয়, আমি নিজের উপর

বিশ্বাসও হারিয়েছি। তাই আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে আপনার আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত রাজ্য আপনার চরণে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

রামদাস। কেন বিচলিত হচ্ছ? কিসের আশঙ্কা?

শিবাজী। যখন আমার রাজ্যাভিষেক হয়, যখন আমি হীরক-খচিত মুকুট মাথায় দিয়ে স্বর্ণছত্র তলে সিংহাসন পেতে বসি,—সম্মুখে স্তুতিপাঠকগণ যখন স্তুতিবাদ কর্ত্তে লাগল, চারিদিক ঘিরে লক্ষ কণ্ঠ হতে জয়ধ্বনি উঠল;—দম্ভে, অহঙ্কারে, ভোগ স্পৃহায় আমায় বিহ্বল করে তুল্লে।—উৎসবের অবসানে যখন নিজেকে কুড়িয়ে পেলুম,—দেহ মন গ্লানিতে অনুশোচনায় জর্জ্জরিত হয়ে গেল। তাই আপনার পদপ্রান্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে নিজেকে সকল রকমে কাঙাল কর্ব্বার জন্য ছুটে এসেছি। প্রভু! মানুষের আকাঙ্খা অনন্ত, মন দুর্ব্বল। আমার নিবেদন গ্রহণ করে আমায় মুক্তি দিউন। আপনার গড়া রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন।

রামদাস। ততাস্তু। তোমার এই দান আমি গ্রহণ কর্লেম। এখন আমায় এই দানের দক্ষিণা দাও দেখি?

শিবাজী। দক্ষিণা দেব? আমার এই দেহ ভিন্ন আর ত কিছু নেই প্রভু! দানের দক্ষিণার পরিবর্ত্তে এই দেহখানি আপনার চরণে সমর্পণ কর্লেম।

রামদাস। রাজ্যদানের দক্ষিণা দেহ অর্পণ ত শাস্ত্রের বিধান নয় শিবাজি!

শিবাজী। তবে কি উপায় হবে? আমার যে আর কিছু নেই।

রামদাস। কিন্তু দক্ষিণা যে দিতে হবে শিবাজি! দক্ষিণা না দিয়ে এত বড় দানকে বিফল কর্ব্বে?

শিবাজী। হাঁ ভগবান! একি কর্লে?

রামদাস। দক্ষিণা দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে কাতর হচ্ছ কেন?

শিবাজী। ক্ষমতা আছে! দুর্ভাগ্য আমার,—গুরুদেব আমায় ব্যঙ্গ কচ্ছেন!

রামদাস। ব্যঙ্গ নয় শিবাজি! এই দাক্ষিণাত্যে যে সব দেশ এখনো মোগল দখল করে আছে তুমি সে'গুলো দক্ষিণার স্বরূপ আমায় দাও! তোমার এই মহৎ দান সার্থক হবে।

শিবাজী। প্রভু! আমার মর্ম্মদাহী দুর্ভাবনা দূর কর্লেন। এই দক্ষিণা আমি দেব। মা ভবানীর কৃপাণখানি আর একবার ঝল্‌সে উঠুক।

রামদাস। তোমার নিষ্ঠা দেখে বড় সুখী হলেম শিবাজি। তোমায় আমি আর একটা কর্ম্মে নিয়োজিত কচ্ছি।

শিবাজী। কি কর্ম্ম?

রামদাস। বৎস! আমি উদাসীন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে দিয়ে রাজ্য শাসন সম্ভবে না। তুমি আমার প্রতিভূ হয়ে এই

রাজ্য শাসন কর। প্রতিভূ হয়ে পরের রাজ্য শাসন কর্ব্বে, এতে ভোগ বাসনায় তোমায় ব্যাকুল করে তুলতে পার্ব্বে না। এই আমার গৈরিক উত্তরীও নাও, এই উত্তরীয় দিয়ে মহারাষ্ট্রের জাতিয় পতাকা তৈরি কর। যদি কখনো ভোগ বিলাসের আহ্বানে মন চঞ্চল হয়ে উঠে, ঐ গৈরিক পতাকার পানে চেয়ে গুরুর উপদেশ স্মরণ কর,—রাজ্য ভোগের জন্য নয়,—পরের কল্যাণের জন্য। যাও বৎস। বুকে ভক্তি যোগ রেখে কর্ম্মযোগ সমাধা করগে। কর্ম্মক্ষেত্রের ভীম কলরবে বিচলিত না হয়ে, তার মধ্যে যে সন্ন্যাস ব্রত উদ্যাপন কর্ত্তে পারে, সেই ত পুণ্যশ্লোক মহাজন। যাও বৎস! সম্মুখে বিস্তার কর্ম্মক্ষেত্র! নবীন উৎসাহে সেথায় ফিরে যাও।

শিবাজী। আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ব্বে হেন সাধ্য শিবাজীর নেই। আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু! যেন আমাকে দিয়ে আপনার আদেশের অবমাননা না হয়।

রামদাস। নারায়ণ তোমার কল্যাণ করুন। ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চিতাভূমি। কাল—সন্ধ্যা।

মুন্নার রক্তাক্ত মৃতদেহ কোলে রঘুজি, কয়েকজন মাওলী সর্দ্দার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

রঘু। বৎস, প্রিয়তম, মুন্না আমার,—অন্ধের যষ্টি আমার। আমার এই জীর্ণ বক্ষের মর্ম্ম বস্তু! আজ কোথায় চলেছ বাবা! রক্তে অবগাহন করে কোন দেব কার্য্য সাধনের জন্য প্রস্থান কচ্ছ!

প্রঃ সর্দ্দার। সর্দ্দার রঘুজি! তোমার পুত্র দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তা'র জন্য শোক কর না। এমন মৃত্যু যে মহারাঠার সকলেরই বাঞ্ছনীয়।

রঘু। কোথায় মৃত্যু? মৃত্যু কি এমন সুন্দর? মৃত্যু কি মুন্নার ঠোঁটের হাসি রেখাটি মুছে দিতে পারে নি। এ ত মৃত্যু নয়, এ যে মহা প্রস্থান।

প্রঃ সর্দ্দার। সত্য বলেছ সর্দ্দার রঘুজি, সত্য এ মৃত্যু নয়, এত বাঁচবার উপায়। মুন্নার মত যদি আজ সকলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি, কে এই মারাঠা জাতির মৃত্যু ঘটাতে পারে।

রঘু। মৃত্যু নয়, কিন্তু তবু এই বৃদ্ধ পিতাকে সে ছেড়ে যাবে। দুলাল আমার শ্রান্ত জীবনের শান্তি আমার! আমার আঁধার গৃহের জ্যোৎস্নার আলো, কোথায় যাবে? কোথায়

যাবে? এই বুকের ঘেরা দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখব, কে তোমায় কেড়ে নেবে? যম? পিতার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন কর্ব্বার শক্তি কোথায় তার? এই তোকে আমি বাহুপাশে বেঁধে রাখ্‌লুম, দেখি, যম কেমন করে তোকে ছিনিয়ে নেয়? [মুন্নার মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল]।

দ্বিঃ সর্দ্দার। অস্থির হবেন না সর্দ্দার! আপনার পুত্র গৌরবের মুকুট পরে' স্বর্গে গেছে, তার জন্য শোক কর্ব্বেন না।

রঘু। আমার পুত্র ত মরে নি, কেন আমি শোক কর্ব্ব? যমের কি সাধ্য তা'কে কেড়ে নেবে! আমার এই লোল বক্ষ, এই শীর্ণ শরীর দেখে কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তা'হলে এই পাঁজরের ভেতর স্নেহের কি শক্তি আছে তুমি জান না।

[মুন্নাকে জোরে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিল]

প্রঃ সর্দ্দার। আপনি কি পাগল হলেন? রাত্রি হয়ে এল, চিতা সজ্জিত করেছি, আপনি ফিরে যান, আমরা সংকার শেষ করে ফিরে আসছি, শোকে কাতর হলে কি তাকে মৃত্যুর হাত হতে ফিরাতে পার্ব্বেন না।

রঘু। তবে সত্যই কি তার মৃত্যু হয়েছে। সত্যই কি যম তাকে কেড়ে নিয়েছে? পুত্র আমার! হো—হো—হোঃ!

[রক্ত বমন ও মাটিতে পতন]

সর্দ্দারগণ। এ কি হল!

প্রঃ সর্দ্দার। [রঘুজির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া] হিম—কঠিন! সব শেষ। শোক-বাষ্প হৃদ্‌পিণ্ডকে বিদীর্ণ করে দেছে। হা ভগবান! এই স্নেহাতুর পিতাকে তোমার কোলে ঠাঁই দিও।

দ্বিঃ সর্দ্দার। রাত্রি গভীর হচ্ছে, এঁদের সৎকার শেষ করে নিই। গণপৎ, আর একটা চিতা সজ্জিত করে নিই এস।

প্রঃ সর্দ্দার। কি অপার স্নেহ! হায় ভগবান্! এমন স্নেহাতুরকে এত বড় কঠিন শাস্তি দিলে!

দ্বিঃ সর্দ্দার। কিন্তু এমন স্নেহকেও ছাপিয়ে গেছে তাঁর স্বদেশ ভক্তি! একমাত্র সুকুমার সন্তানকে তিনি দেশের কল্যাণে উৎসর্গ কর্ত্তে দ্বিধা করেন নি।

প্রঃ সর্দ্দার। হায় মা দুর্ভাগিনী জননী জন্মভূমি! এই নিষ্পাপ শিশুর পূত রক্তে তোর মলিনতা ধুয়ে যাক।

তৃঃ সর্দ্দার। রাত্রি হয়ে এল, চল সৎকার শেষ করে নিই।

[সর্দ্দারগণ চিতা সজ্জিত করিতে লাগিল]

[মুক্ত অসি করে রক্তাক্ত কলেবরে শিবাজীর প্রবেশ।]

শিবাজী। তোর্ এ কম্পিত ক্ষুধিত করবাল সংবরণ কর্ মা! রক্তে রক্তে যে ধরণীর শ্যামলতা ধুয়ে গেল; দেখ্ দেখ্ মা, তোর্ তৃষিত খর্পর পূর্ণ হয়ে রক্তধরায় তোর সর্ব্বাঙ্গ স্নাত! ক্ষান্ত দে মা, এই রণরঙ্গ,—পৃথিবীর বুকে প্রফুল্ল শ্রী ফুটে উঠুক, মানুষ শান্তির নিশ্বাস ফেলুক!

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান।

তৃতীয়অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—কক্ষ। কাল—রাত্রি।

মুমূর্ষু শিবাজী শায়িত ; পার্শ্বে আবাজি ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ—

শিবাজী। শ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছি না। দিন বুঝি ফুরিয়ে এল আবাজি !

আবাজি। এই ঔষধ টুকুন্ খান দেখি !

শিবাজী। আর ঔষধ ! রাত্রি কত ?

আবাজি। নিশীথ।

শিবাজী। চাঁদ উঠেছে ?

আবাজি। না মহারাজ !—শুধু রাশি রাশি অন্ধকার।

শিবাজী। এত অন্ধকার কেন ? মৃত্যু সময়েও আলোর কি একটা ক্ষীণ রশ্মি-রেখাও দেখ্‌তে পাব না ? আবাজি !—

আবাজি। মহারাজ !

শিবাজী। কি দুর্ভেদ্য এই ভারতবর্ষ !—উত্তরে গগনস্পর্দ্ধী, তুষার-মৌলি, বিরাট হিমালয় ; দক্ষিণে অনন্ত-বিস্তার ক্ষুব্ধ বারিধি ;

পশ্চিমে ভৈরব তরঙ্গ সমাকুল, কল্লোলিত সিন্ধুনদ ; পূর্ব্বে গভীর অরণ্যাচ্ছন্ন দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা।—এমন সুদৃঢ় দুর্গ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর আছে কি ?

আবাজি সত্য মহারাজ !

শিবাজী। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হচ্ছে এই দুর্ভেদ্য দুর্গের অধিবাসিগণ স্বাধীনতা হারিয়ে পরপদতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। আবাজি, একদিন ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য্যের নিকট বিশ্ববিজয়ী গ্রীক্ সৈন্যগণ মস্তক নত করেছিল, একদিন মহারাষ্ট্র সম্রাট পুলকেশীর প্রতাপে পারস্য সম্রাটকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল,—উঃ! উঃ!

আবাজি। আপনি বেশী কথা কইবেন না, যন্ত্রণা বেড়ে যাবে।

শিবাজী। আর কইতে পাচ্ছি না, কথা কওয়ার দিন ফুরিয়ে এল। আবাজি! এই জাতি আজ মাথা তুলে' সোঝা হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছে না কেন জান?—এদের মেরুদণ্ডে, এদের অস্থি পাঁজরে ঘুণ লেগেছে।—বিলাসের, স্বার্থপরতার কীটগুলি এদের সর্ব্বাঙ্গে ছেয়ে গেছে। অত্যাচারের উদ্যত খড়্গের তলে জননী জন্মভূমিকে ফেলে রেখে, এরা আপনার ভাইয়ের বুকে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ছুরি বসাতে ছুটে যায়।

আবাজি। আপনার কঠোর সন্ন্যাসব্রত সাধনায় এ জাতির মোহ কেটেছে।

শিবাজী। ভুল! ভুল! আবাজি, ভুল বুঝেছ। কে আমার সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ কর্ব্বে?—আমার হতভাগ্য পুত্র কর্লে না, দেশ কর্ব্বে? আবাজি! সব ব্যর্থ। বৈতরণীর তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ আমি পুত্র শম্ভূজির জন্য বেশী আকুল হয়ে উঠেছি। ঐ বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম যুবক তার অবিমৃষ্যকারিতায় এই মহারাষ্ট্র শক্তি ধ্বংস করে দেবে। আমি জানি তাকে আবাজি, তাই 'পানালা' দুর্গে তা'কে বন্দী করে রেখেছিলেম। তা'কে সাবধান! না, আর কইতে পাচ্ছি না, কণ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা আট্‌কে যাচ্ছে। আবাজি, তোমরা যাও, আমায় একটু নিরিবিলিতে থাক্‌তে দাও।

আবাজি। আপনাকে একা রেখে চলে যাব?

শিবাজী। যাও। একা রেখেই যে যেতে হবে, বেশী দেরী নেই।

[আবাজি প্রভৃতির প্রস্থান]

শিবাজী। জীবনের অভিনয় শেষ হল। মৃত্যুর কিনারায় এসে পড়েছি। হে আমার সর্ব্ব নিয়ন্তা! আমার সর্ব্ব কর্ম্মের ফল দাতা! একবার শিয়রে এসে দাঁড়াও! দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে, চোখের উপর অন্ধকার দুল্‌ছে, এই তমিস্রার মধ্যে একবার তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে ওঠ।

[সহসা গুরুরামদাসের উজ্জ্বল ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব।]

শিবাজী। একি? একি? এসেছ? এসেছ?

[মূর্চ্ছা]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পথ।   কাল—অপরাহ্ণ।

মারাঠাগণ।

গীত।

ভেঙ্গেছে কপাল ভেঙ্গেছে পরাণ,
সকল আশার হল অবসান।
কে ঘুচাবে আর হীন দৈন্য?
সফল করিয়া দেশের জন্য
কে করিবে আর শোণিত দান?
সূরয ডুবিল, জ্যোছনা নিভিল,
আঁধারে ঘিরিল দেশ।
যুগ যুগ ধরি কাঁদিনু ফুকারি,
কাঁদার হল না শেষ।
তিমির অপসারি, মুছাতে নয়ন বারি
আর কি আসিবে ফিরি, সে মহান্ প্রাণ!

[প্রস্থান]

[কল্যাণের প্রবেশ]

কল্যাণ। আজ সমস্ত মারাঠা শোকে উন্মাদ হয়েছে। সত্যই একটা ইন্দ্রপাত হল। ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যু, হিন্দু-

ধর্ম্মের উপর, হিন্দুজাতির উপর একটা অশনি সম্পাত। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত সেই ধীর, স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি এখনো মনে পড়ে। করাল কাল ছত্রপতি শিবাজীর দেহকে জীর্ণ করেছিল বটে, কিন্তু তাঁর চোখের জ্যোতিঃ, মুখের আভাকে ম্লান কর্ত্তে পারে নি। মা ভবানীর উপর কি অটল বিশ্বাস। কণ্ঠে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে, মুখে কিন্তু অহঃরহ মা ভবানী। গুরুদেব কিন্তু বড় বিচলিত হয়েছেন। যে তরুণ উৎসাহ নিয়ে তিনি স্থবির দেহকে ঋজু করে রেখেছিলেন শিবাজীর মৃত্যুতে তা' ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁহার স্নেহার্দ্র চোখ দু'টি শুষ্ক, কঠোর হয়ে গেছে। গুরুদেব যে এতবড় একটা শোক বেশীদিন সইতে পার্ব্বেন তাত মনে হয় না। যদি তেমন কিছু হয়, এই হতভাগ্যের কি উপায় হবে? মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। যাই তাঁকে দেখে আসি। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রামদাস স্বামীর আশ্রম। কাল—ঊষা

রামদাস স্বামী।

রামদাস। কৃষ্ণা নবমীর ক্ষীণ চন্দ্র রেখার উপর হিমানীর কুজ্ঝটিকার আবরণ এসে পড়েছে।—বিষণ্ণ আলোক মাঝে বিষাদ মাখা প্রকৃতি নৈশবায়ুর সঙ্গে হাহাকার করে উঠ্‌ছে! উঠ্‌বে না?

এই মহাশোক কি ভুলবার? এই ভারতের উপর দিয়ে যে বিধাতার এত বড় অভিশাপ আস্‌বে কল্পনাও করিনি। ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে ঊষা দেখা দিচ্ছে, কিন্তু তার সেই হিরণ্ময় জ্যোতির বিকাশ কৈ? একটা বিরস লাবণ্য নিয়ে ম্লান রশ্মিগুলি দিগন্তের শ্যাম শোভাকে শোকাচ্ছন্ন করে তুলেছে! হা ভগবান! একি কর্লে? আমার কঠোর তপস্যা, আজন্মের সাধনা সফল হ'ল কৈ? তোমার সে আশাবাণী সার্থক হ'ল কৈ?—ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপন হ'ল কৈ? দেহ জীর্ণ, মৃত্যু আসন্ন, দেশ, ধর্ম্ম উদ্ধারের ভার যার উপর ন্যাস করেছিলাম, সে স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসী আজ পরপারে। হা নারায়ণ! কি প্রায়শ্চিত্তে ভারতের বক্ষ হতে পরাধীনতার এই মর্ম্মদাহী অভিশাপ দূর হবে? [হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া] এ কি! একি! তুমি ভগবান, তোমার মধুময় কণ্ঠের প্রতিধ্বনি এই মরণাহত হৃদয় মধ্যে ধ্বনিয়ে তুল্‌ছ? সে কি দেবতা! প্রায়শ্চিত্ত এখনো শেষ হয় নি? এত রক্তপাতেও পাপের মলিনতা ধুয়ে গেল না? তুমি ডেকে বলছ,—"নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, জাতি বৈরিতার মহাপাপে এখনো ভারত পঁচে মর্চ্ছে"! প্রভু, নারায়ণ! কি করে এই মহাপাপ হতে ভারত উদ্ধার হবে? এই সব পাপ পরিহার কর্ত্তে শিক্ষার প্রয়োজন। কে শেখাবে? জগতের গুরু ভারতকে কে শিক্ষা দেবে? একদিন যার কাছে, সুদূর প্রাচী,

প্রতিচী শিক্ষা পেয়ে ধন্য হয়েছে, তা'কে কে এসে এই মহাপাপ হতে উদ্ধার হওয়ার মন্ত্র শেখাবে? বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্য স্থাপন করে সম্পদের অধিকারী হয়েছে, সে ত ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাসে হৃদয়কে আবিল করেছে, তার কাছেত শিক্ষার কোন আশা নাই; তার স্বেচ্ছাচারের কঠোর আঘাতে ভারতের পাঠাগার, বিদ্যামন্দির আজ ধূলিসাৎ। তবে কি শ্বেতদ্বীপের যে সুঠাম, সুন্দর তরুণের দল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষ ভেদ করে তাদের অর্ণবযানকে ভারতের তটপ্রান্তে এনেছে, তারাই কি ভারতের গুরু হয়ে দাঁড়াবে? জানিনা ভগবান! ভারতের ভবিতব্য কি! না, দেহকে আর টেনে তুলতে পার্‌ছি না। জীবনের তটপ্রান্তে এসে পোঁছেছি; আজ বোধ হয় শেষ দিন, এই সংসার হতে আজ বিদায় নিতে হবে! জীবনযজ্ঞ সমাপ্ত কর্লেম,--হে নারায়ণ! হে বরেণ্য ভূমা ভগবান! তুমিই ফল দাতা, তুমিই ফলগ্রাহী! ওঁ রাম, ওঁ রাম ওঁ রাম। কল্যাণ, দত্তু, উদ্ভব, তোমরা এস, একবার শেষ দেখা দেখে নি।

[কল্যাণ, দত্তু, প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ]

কল্যাণ। প্রভু! গুরুদেব—

রামদাস। বিদায়, বিদায়।

কল্যাণ। যাঁর চরণাশ্রিত আমরা তাঁকে কেমন করে বিদায় দেব?

রামদাস। কল্যাণ! কালের আহ্বান এসেছে, আর যে থাকতে পার্ব্ব না। ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম।

দত্তু। এই অভাজনদের উপায় কি হবে?

রামদাস। উপায়ের কর্ত্তা সেই ঈপ্সিত পুরুষ,—যিনি অণু হতে অণু, মহান হতে মহত্তর। মন প্রাণ সেই পরম পুরুষের পাদপদ্মে সমর্পণ কর।

দত্তু। কিন্তু প্রভু! আপনি ভিন্ন যে আর কা'কেও জানি না, আপনাকেই ত সেই পরম পুরুষ জ্ঞানে পূজা করি। আপনার বিয়োগে মনকে কি দিয়ে বুঝাব?

রামদাস। বৎস দত্তু! ভাল করে আমার 'দাসবোধ' খানা পড়। তার প্রত্যেক পংক্তিতে আমাকে পাবে, পরম পুরুষেরও সন্ধান পাবে। কল্যাণ!—

কল্যাণ। কি আজ্ঞা প্রভু!

রামদাস। প্রাণ আমার যখন দেহ ছেড়ে যাবে, এই দেহকে অগ্নিতে দাহ করো, কখনো সমাধিস্থ করো না। এই আদেশ তোমাদের গুরুতর আদেশ, এর যেন অন্যথা না হয়।

কল্যাণ। এই আদেশ কেন প্রভু? আমাদের অভিলাষ—আপনার দেহান্তে, আপনার পবিত্র শরীরকে সমাধিস্থ করে তার উপর মর্ম্মর-মন্দির তৈরি করে জলে, ফুলে, বিল্ব-দলে আপনার পূজা করে ধন্য হব।

রামদাস। সে আশঙ্কাতেই বলছি,—তোমরা ভগবানকে অতিক্রম করে' আমার পূজা কর্ব্বে। এমন ঘটনা যেন কিছুতেই না হয় কল্যাণ! না। আর কথা কইতে পাচ্ছি না। কল্যাণ, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে [ক্ষীণস্বরে] ওঁ রাম, ওঁ রাম ওঁ রাম। সময় হয়ে এসেছে, সেই গানটা একবার তোমরা গাও কল্যাণ! ওঁ রাম, ওঁ রাম, ওঁ রাম!

কল্যাণ প্রভৃতিরা গাহিল—

গীত।

আমি চেয়েছি সকলি,
চাহিনি তোমায়
অভিমানে গেছ ফিরিয়া;
নারায়ণ! নারায়ণ!
রুদ্ধ করেছি নয়ন,
আমায় থাক আঁকড়িয়া।
মিটাতে শত বাসনা,
তোমায় কভু করিনি কামনা,
মরণ শয়নে, পড়িছে স্মরণে,
নারায়ণ! নারায়ণ!
ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন,
কোলে মোরে নাওহে টানিয়া।

যবনিকা।